Contents

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সোনামণি প্রতিভা

১১ তম সংখ্যা

মে-জুন ২০১৫

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

১১তম সংখ্যা
মে-জুন ২০১৫

সোনামণিদের মেধা বিকাশে সহায়ক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

♦ সম্পাদক
আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

♦ নির্বাহী সম্পাদক
ওবাইদুল্লাহ

♦ কম্পোজ ও ডিজাইন :
সাখাওয়াত হোসাইন

যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও স্টার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
● সম্পাদকীয়	২
● কুরআনের আলো	৩
● হাদীছের আলো	৪
● প্রবন্ধ	৫
● সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	১১
● অজানা কথা	১২
● গল্পে জাগে প্রতিভা	১৬
● কবিতাগুচ্ছ	১৭
● একটুখানি হাসি	১৯
● আমার দেশ	২১
● রহস্যময় পৃথিবী	২১
● বহুমুখী তথ্য কণিকা	২৩
● দেশ পরিচিতি	২৮
● যেলা পরিচিতি	২৮
● সংগঠন পরিক্রমা	২৮
● প্রাথমিক চিকিৎসা	৩০
● কুইজ	৩১
● ভাষা শিক্ষা (ইংরেজী)	৩১
● ভাষা শিক্ষা (আরবী)	৩২

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদকীয়

নববর্ষের সংস্কৃতি থেকে সাবধান

সুপ্রিয় সোনামণিরা! তোমরা কি জান নববর্ষ কি? নববর্ষ হচ্ছে নতুন বছরের আগমন বা শুরু। মহান আল্লাহ একটি বছরকে ১২টি মাসে ভাগ করেছেন *(তওবা ৯/৩৬)*। আমাদের দেশে হিজরী, বাংলা ও ইংরেজী এই তিনটি বর্ষ চালু আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরতের সময় কাল হতে হিজরী বর্ষ গণনা শুরু হয়। আর সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময়কাল তথা ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু হয়। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর হতে খৃষ্টাব্দ বা ঈসাঈ বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়। বাংলা ও ইংরেজী বর্ষ সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় একে সৌরবর্ষ বলে। পক্ষান্তরে হিজরী বর্ষ চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় এক চান্দ্র বর্ষ বলে। রামাযান, হজ্জ, ঈদ ইত্যাদি পালন চান্দ্র বছরের বিভিন্ন মাসের সাথে সম্পর্কিত।

নববর্ষ মূলত হিসাব কষার দিন। এটি উদযাপনের বিষয় নয়। বাংলাদেশে ইংরেজী, হিজরী ও বাংলা এই তিনটি নববর্ষের মধ্যে বাংলা সবচেয়ে কম গুরুত্বের। কেননা আমরা বাংলা ভাষাভাষি হওয়া সত্ত্বেও এদেশের সরকারী-বেসরকারী দিন তারিখ নির্ধারিত হয় ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী। অথচ বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখের দিনে এদেশের কঁচি-কাঁচা, শিশু-কিশোর সোনামণি ও যুবক-যুবতীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে চরম লজ্জাহীনতা, মূর্তি সংস্কৃতি ও নষ্ট সংস্কৃতি। এদিন তারা কুকুর, শূকর, বানর, সাপ, ব্যাঙ, হাতি, ঘোড়া ও বিভিন্ন পশু-পাখির মুখোশ পরে রাস্তায় রাস্তায় হৈ হুল্লোড় করে ও রং নিয়ে অপরের গায়ে ছুড়ে মারে। কেউ কেউ গালে বিভিন্ন ছবি এঁকে সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে কপালে লাল টিপ দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি ও লালপেড়ে শাড়ী পরে ঢোল-তবলা, বাঁশি বাজিয়ে মিছিল করে। হাযার হাযার টাকা খরচ করে ইলিশ-পান্তা খায়। যার মাধ্যমে গরিবদের উপহাস করা হচ্ছে। এগুলো মূলত নষ্ট সংস্কৃতি ও নবাবিস্কৃত অনুষ্ঠান, যা আগে ছিল না।

মুসলমানদের একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন কখনও নববর্ষ পালন করেননি। তাই মুসলমানরা বর্ষপালনের এই বিদ'আত করতে পারে না। বরং তারা ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাকে ঈদের দিন হিসাবে উদযাপন করবে।

অতএব সোনামণিরা! তোমরা নববর্ষ ও বিভিন্ন দিবস পালনের নামে অপচয় ও অপসংস্কৃতির শিকার হবে না। বরং তোমাদের প্রতিটি পয়সা, সময় ও মুহূর্ত সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনের কাজে লাগাও। যার মাধ্যমে অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের আলো

বিষয় : ছিয়াম

١. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী বা আল্লাহ্‌ভীরু হতে পার। *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

٢. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২. ছিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিবে। এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য-এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদান করা। যদি কেউ স্বত:স্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে এটি তার জন্য কল্যাণকর। আর ছিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

٣. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৩. রামাযান মাস-এতে মানুষের দিশারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে ছিয়াম পালন করে। আর কেউ পীড়িত থাকলে অথবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এজন্য যে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষনা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আলাহ্‌র উপর ভরসা করি।
(খ) রাসূলুলাহ ছালালা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।
(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।
(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।
(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের আলো

বিষয় : ছিয়াম

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ.

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম রাখবে তোমরা চাঁদ দেখে এবং ছিয়াম খুলবে (শাওয়ালের) চাঁদ দেখে। যদি মেঘের কারণে তা গোপন থাকে তবে শা'বান ত্রিশ দিনে পূর্ণ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০)*।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

٣. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضى الله عنها كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ ، وَلاَ فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

৩. আবূ সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না *(বুখারী হা/২০১৩, মুসলিম হা/৭৩৮)*।

٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

৪. আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের ছিয়াম ও আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহারী খাওয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩)*।

٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

৫. সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৪)*।

এসো হে সোনামণি!
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে
জীবন গড়ি।

www.ahlehadeethbd.org

প্রবন্ধ

(১)
এসো রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি
পর্ব-২ : সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
দাড়শা, ক্ষেতখাল, জয়পুরহাট।

আরবী আন-নাছীহ অর্থ-উপদেশ দেওয়া বা কল্যাণ কামনা করা। যার কল্যাণ কামনা করা হয়, তাকেই উপদেশ দেওয়া হয়। এ অর্থে নাছীহা শব্দকে কল্যাণ কামনা অর্থে ধরা হয়। আর নাছীহাতের বিপরীত হল ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, খেয়ানত, ষড়যন্ত্র, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। ছহীহ মুসলিমের একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন- عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. তামীম আদ দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, দ্বীন হচ্ছে উপদেশ। অর্থাৎ যথাযথ ভাবে কল্যাণ কামনা করা। আমরা বললাম কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য *(মুসলিম হা/২০৫, মিশকাত হা/৪৯৬৬)।* আলোচ্য হাদীছে ইসলামের মৌলিক কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ইসলাম ধর্মের মূল কথা হল অপরের কল্যাণ কামনা করা। বিশেষ করে পাঁচ প্রকার সত্তার জন্য কল্যাণ কামনা করতে হবে।

● **প্রথমত:** আল্লাহ তায়ালার জন্য কল্যাণ কামনা করা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা মানুষ হয়ে কিভাবে সকল কল্যাণের স্রষ্টা ও মালিকের জন্য কল্যাণ কামনা করতে পারি? আসলে মহান আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হল, তাঁকে সর্ব বিষয়ে পালনকর্তা হিসাবে মেনে নেওয়া। তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা। তাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁর গুণাবলিকে অবিকৃতভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর আদেশ নিষেধ এক বাক্যে মেনে চলা। তাঁর জন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব, তাঁর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা। সবশেষে তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

● **দ্বিতীয়ত:** আল্লাহর কিতাবের জন্য কল্যাণ কামনা করা। এর অর্থ হলো, আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করা। তা অবিকৃত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে বলে বিশ্বাস করা। নিয়মিত তা তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করা। এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।

● **তৃতীয়ত:** রাসূল (ছাঃ) এর জন্য কল্যাণ কামনা করা। এর অর্থ হলো, তাঁকে সর্বশেষ রাসূল বলে বিশ্বাস করা। তাঁর আদেশ-নিষেধ ও আদর্শ পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলা। সর্বোপরি তাঁকে ভালোবাসা।

● **চতুর্থত:** মুসলমানদের নেতা বা ইমামদের জন্য কল্যাণ কামনা করা। এর অর্থ হলো, তাদের আনুগত্য করা। সত্য প্রতিষ্ঠায় তাদের সাহায্য করা। তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ না করা। তাদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা ও উপদেশ দেওয়া। সর্বোপরী তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করা।

● **পঞ্চমত:** সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা করা। এর অর্থ হলো, জাগতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়া। তাদের পারস্পরিক বিবাদ মিমাংসা করে দেওয়া। তাদের সকল ভাল কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা। তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। নিজের জন্য যা পসন্দ, তা তাদের জন্যও পসন্দ করা। কোমলীয়তা আর সহমর্মিতার সাথে তাদের ভালো কাজের আদেশ করা আর অন্যায় কাজ

www.ahlehadeethbd.org

থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। সর্বোপরী মনের গহীন থেকে তাদের জন্য দোআ করা। মুসলিম হিসাবে আমরা সবাই ভাই ভাই। সুখে দুঃখে এক ভাই আরেক ভাইয়ের স্বরনাপন্ন হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তায়ালার ভাষায় বিষয়টি এভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ অর্থাৎ, মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। যাতে তিনি তোমাদের উপর রহম করেন *(হুযরাত-১০)*। ইসলামে পারস্পরিক সদাচরন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ এ ব্যাপারে মানুষ অসচেতন। তারা বিভিন্ন নফল ইবাদতকে গুরুত্বের সাথে আদায় করে। এগুলোকে জান্নাত লাভের মাধ্যম মনে করে। আর মানুষের সাথে কষ্টদায়ক আচরন করা থেকে বেঁচে থাকাকে তারা দ্বীন দারীর বিষয় বলে মনে করে না। এটাকে তারা ব্যক্তিগত সভ্যতা মনে করে। কেউ মানুষের সাথে সদাচারণ করলে সে সভ্য মানুষ, না করলে সে বড় জোর সভ্য ভদ্র নয়। তবে ঐ লোকের দ্বীনদার থাকতে অসুবিধা নেই। কি আশ্চর্য ধারণা! লোকটি অসভ্য কিন্তু দ্বীনদার। এটা কিভাবে সম্ভব? তেল পানির একাকার হওয়া আর বাঘ হরিণের একঘাটে পানি পানের রূপ কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু অসৎ-অসভ্য ব্যক্তির মধ্যে দ্বীনদারী থাকে এটা কি করে সম্ভব? একজন ব্যক্তি সমাজের এহেন কোন অপকর্ম নেই যে, তার দ্বারা হয়না। সমাজের প্রতিটি অপকর্মে যার সম্পৃক্ততা, সেও নাকি ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত, আর তাহাজ্জুদ গুজারী হওয়ার কারণে দ্বীনদার ব্যক্তি? অথচ রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পসন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে *(বুখারী হা/১৩, মুসলিম হা/১৭৯)*।

অন্যত্রে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ অর্থাৎ যে চায় তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। আর মানুষের সাথে তেমন আচরন করে যেমন আচরন পেতে সে পসন্দ করে *(মুসলিম হা/৪৮৮২)*।

আলোচ্য হাদীছে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সকল দ্বীনদারী ও পরহেযগারীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, জান্নাত লাভ করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া। এখানে রাসূল (ছাঃ) জানিয়ে দিলেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং জান্নাত লাভ করা দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। একটি হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ মানুষের সাথে এমন আচরন করা যেমন আচরণ পেতে সে নিজে পসন্দ করে। একটি মাত্র বাক্য রাসূল (ছাঃ) ব্যবহার করেছেন যাতে মানুষের সাথে সুন্দর আচরনের যত ক্ষেত্র হতে পারে এবং যত রূপ হতে পারে। তেমনি অসুন্দর আচরণ থেকে বেঁচে থাকার যত ক্ষেত্র হতে পারে এবং যত রূপ হতে পারে সব কিছু এই একটি মাত্র বাক্যে এসে গেছে। এ থেকে বুঝা যায়, মানুষের পারস্পরিক আচরন বিধি দ্বীনের একটি অংশ। এটি দ্বীনদারী ও তাকওয়া পরহেযগারীর অন্তর্ভূক্ত। এটি নিছক ব্যক্তিগত ভদ্রতার বিষয় নয়, দ্বীনের বিষয়। এ ছাড়া কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

আমরা প্রতিটি মানুষ স্বভাবগতভাবে নিজের কল্যাণকামী। যেকোন মূল্যে নিজের ভাল চাই, নিজের কল্যাণ চাই। আমরা চাই, সবাই আমাদের সাথে ভাল আচরণ করুক, সম্মান দিয়ে কথা বলুক, মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথাগুলো শুনুক। কিন্তু আমরা কখনো ভাবিনা, আমি কতটুকু অপর ভাইয়ের সাথে উত্তম আচরণ করেছি, তাকে সম্মান করেছি, তার কথাগুলো পাশে বলে মনোযোগ সহকারে শুনেছি। এক্ষেত্রে আমরা স্বার্থপরতার ভয়াবহ রূপটাই দেখিয়েছি মাত্র। আমার চেয়ে বড় স্বার্থপর আর নীতিহীন লোক যে খুব কমই আছে, আমি নিজের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু বুঝিনা এর বড় প্রমাণ হল, আমি ট্রেনে বা বাসে চেপে কোথাও যাচ্ছি। আমার সিটটির পাশেই একজন অতি বৃদ্ধ অসুস্থ রোগী দাঁড়িয়ে অথবা একজন মা তা কোলের শিশুটিকে নিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, অথচ তখন আমি সিটে বসে বাবুর হালাতে ঝিমুচ্ছি অথবা পায়ের উপর পা দিয়ে জানালার ফাঁক থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগে ব্যস্ত। বেচারা নিরূপায় হয়ে আমার কাছে সাহায্য চাইলে, আমি বলছি, বাড়িতে বসে বসে কি করেন? আগে টিকিট কাটতে পারেন না, যত্তসব উটকো ঝামেলা। আবার কখনো আমি বাজার থেকে বাসায় ফিরছি। রাস্তায় অতিবৃদ্ধ অভুক্ত ভিক্ষুক অশ্রুসজল চোখে চোখে পেটে হাত রেখে আমার কাছে খাবার চেয়ে বসল, 'বাবা, আমি কয়েকদিন থেকে ভাল করে একটু খেতে পাইনি, আমাকে একটু খাবার দিবে? আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন'। তখন আমি অবহেলা ভরা বাঁকা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে বাড়ী ফিরছি। রাতে পরিবারের সাথে হাসি-ঠাট্টা আর আনন্দ-উল্লাসে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আর ঐ দিকে অতি বৃদ্ধ ভিক্ষুক বাবাজী ক্ষুধার তাড়নায় রাস্তায় কাতরাচ্ছে.....!

আবার কখনো ছোট্ট পথশিশু এসে আমার কাছে বলছে, 'ভাইয়া এই ফুল বা চকলেট নিয়ে ৫ টা টাকা দিবেন? বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মার চিকিৎসা করুম। তাদের অভুক্ত মুখে একটু খাবার তুলে দিমু'। আর আমি বললাম, আমার চোখের সামনে থেকে দূর-হ। প্রতিদিন তোদের এক প্যাচাল আর ভাল লাগে না। আবার কখনো ঈদের আনন্দ ঘন মুহূর্তে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে ছালাতের অপেক্ষায় কাতারে বসেছি। আমার সামনের কাতারে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এক সোনামণি জীর্ণ-শীর্ন জামা গায়ে বসে আছে। আমি পিছন থেকে তার ছিড়া জামার ছিদ্রে টিপ্পুনি কেটে বলছি, 'এই ঈদের দিনও তোমার মা-বাবা তোমাকে নতুন জামা কিনে দেয়নি? ছিড়া জামা পরেই ঈদগাহে চলে আসছো? ঐ দিকে অনাথ হত-দরিদ্র সোনামণি তখন অঝর ধারায় অশ্রু বিষর্জন করে চলছে। হয়তোবা কখনো তা আল্লাহর আরশেও পৌছে যাবে, তা কি একবারও ভেবে দেখেছি?

ছোট্ট সোনামণি বন্ধুরা! এতো গেল আমার জীবনের সামনে থেকে দেখা কয়েকটি বাস্তবতার এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। তোমাদের জীবনেও এ ধরণের ভুরি ভুরি ঘটনা আছে, শুধু একটু চোখ-কান খোলা রেখে চারপাশে তাকালেই হল। এবার সত্যি করে বলতো, এ অবস্থায় তুমি কি করতে? সেই অসুস্থ অতি বৃদ্ধ লোকটিকে নিজের সিটে বসানো, সন্তান নিয়ে ছটফট করা মায়ের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার করা কি খুব কঠিন কাজ হবে? রাস্তার অতি বৃদ্ধ অভূক্ত ভিক্ষুককে আমার খাবারের কিছু অংশ দেওয়া, সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত অনাথ শিশুটিকে নিজের আট-দশটি জামা

www.ahlehadeethbd.org

থেকে একটি জামা দিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া এ সভ্য সমাজের সাথে একেবারেই কি যায়না? যদি এ সামান্য ত্যাগটুকু না করতে পারি, তবে মানুষ্য জাতির স্বার্থকতা কোথায়? বিবেকহীন জীব-জন্তু আর সভ্য-ভদ্রের মুখোশধারী এ লোকগুলোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এবার তুমিই ঠিক কর তুমি কার দলে? এবার তবে উত্তম আদর্শ আর মানুষের কল্যাণ কামনার বাস্তব চিত্র অবলোকন করতে একবার রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে ফেরা যাক। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন, 'তার চরিত্র ছিল কুরআন, তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তবরূপ'। আনাস (রাঃ)-কে তার আম্মা রাসূলের কাছে এই বলে রেখে গিয়েছিলেন যে, এই আমার ছেলে। সে আপনার কাছে থাকুক। আপনার কাছে থেকে সে দ্বীন শিখবে। আর ছোট ছোট কাজ করে দেবে। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রে অধিকারী। আমি দশ বছর তার কাছে ছিলাম। তিনি একদিনও আমাকে উহ শব্দটি বলেননি। এভাবে রাসূলের জীবনে বহু নযীর আছে, যা মানবতাকে অলংকৃত করেছে।

ছোট্ট সোনামণি বন্ধুরা! এবার তোমরাই ঠিক কর, তোমরা কি সমাজের রেখে যাওয়া মানবতা বিজাজিত হিংসুটে আর স্বার্থপরদের কাতারে শামিল হবে? না কি রাসূলের (ছাঃ) আদর্শে আদর্শবান হয়ে এ ভঙ্গুর সমাজকে আলোকিত করবে। আবার ফিরিয়ে আনবে সে সোনালী যুগ। যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি। যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। সবাই সবার জিম্মাদারী থাকবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

(২)
পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়

মুহাম্মাদ ইমরুল কায়েস মুনিম
জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

মহান আল্লাহর মনোনীত ও পসন্দনীয় একমাত্র ধর্ম হল ইসলাম। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- 'নিশ্চই আল্লাহর নিকটে পসন্দীয় ধর্ম হল ইসলাম' *(আলে-ইমরান ১৯)*। দৈনন্দিন জীবনে কিছু কর্ম ও আচরণ গ্রহণ ও অনুসরণ করলে পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়, বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে দু'টি হৃদয় সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঘনিষ্ঠতর ও মযবুত হয়। এ ক্ষেত্রে শরী'আতের কিছু আহকাম আছে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিকশিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত করায় উভয়েরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়গুলো নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

❖ **সালাম প্রদান :** মুমিন জীবনে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা হল ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান। সালাম প্রদানের মাধ্যমে পারস্পারিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। হাদীছে এসেছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান গ্রহন করবে। আর তোমরা ঈমানদার হিসাবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন কথা বলে দিবো না, যা করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? (আর তা হচ্ছে) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩১)*'। সালামের আদান প্রদান যখন সঠিক অনুভূতি নিয়ে করা হবে অর্থাৎ এক ভাই অপর ভাইকে শান্তির জন্য দো'আ করবে এবং এর মাধ্যমে তার হৃদয়ে ভালোবাসা ও শুভ কামনার

www.ahlehadeethbd.org

সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটবে কেবল তখনই সালামের মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

❖ **মুছাফাহা করা :** সালামের সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিষয় হল মুছাফাহা, যার অর্থ পরস্পর হাত মিলানো বা করমর্দন করা। যেমন হাদীছে এসেছে- কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছাহাবীগণের মধ্যে মুছাফাহার প্রচলন ছিল কি? তিনি বললেন হ্যাঁ, ছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬৭৭)*।

মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম বিনিময়ের পর হৃদয়ের গভীরে আন্তরিকতার যে প্রগাঢ় আবেগ নিহিত থাকে। সেই প্রেরণা থেকেই আপোসে করমর্দন করে থাকে। এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়।

❖ **হাদিয়া প্রদান :** ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য আপন জনের মধ্যে যে উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করা হয় তাকে হাদিয়া বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে ভাল কথা বলা, উৎকৃষ্ট আচরণ করা, সৎ পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি একপ্রকার হাদিয়া। হাদিয়া প্রদানকে উৎসাহ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) যেমন উপদেশ দিয়েছেন তেমনি হাদিয়া প্রদানের উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও এর দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে *(আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)*'। কেউ হাদিয়া দিলে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। এতে পারস্পারিক সম্পর্ক আরো মধুর হয়। তাই পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশি বেশি হাদিয়ার প্রচলন করা উচিৎ।

❖ **হাসি মুখে কথা বলা :** মুমিনের পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে হাসি মুখে কথা বলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হাসি মুখে কথা বলার মাধ্যমে অতি সহজেই অন্যের মন জয় করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়ে ছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের লোক হতে তবে তোমার নিকট থেকে তারা দূরে সরে যেত *(আলে ইমরান ১৫৯)*'। অনুরূপভাবে মিষ্টি হেসে কথা বলাকে রাসূল (ছাঃ) ছাদাকা হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯১১)*। তাইতো কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন,

কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ
কোকিল করেনি কারো ধন বিতরণ।
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে
কোকিল আখিল প্রিয় সুমধুর গানে।

❖ **বিপদে-আপদে সাহায্য :** কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে একাকী বাস করা সম্ভব নয়। এছাড়াও নানা কাজের প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাকা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে তবে কি হবে? প্রশ্নের উত্তরে তিনি একপর্যায় বললেন, তাহলে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে *(বুখারী, মুসলিম, আদাবুল মুফরাদ হা/২২৫)*'। কোন মানুষের কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন কেউ তাকে সাহায্য করে তখন তার এ সাহায্যকারীর কথা সে কখনো ভুলতে পারে না। বিপদে সাহায্য করা প্রকৃত বন্ধুর কাজ। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে A friend in need is a friend indeed অর্থাৎ, 'বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু'। তাই সম্পর্ক বৃদ্ধিতে এটি একটি সহায়ক ভূমিকা।

❖ **রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া :** মানব জীবনে বিপদ-আপদের যত গুলো ক্ষেত্র আছে তার মধ্যে অসুস্থতা অন্যতম। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সম্পর্ক বৃদ্ধির একটা বড় উপায়। হাদীছে এসেছে হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মুসলমান যখন তার মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের খুরফার মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কি? উত্তর দিলেন তাঁর ফল-মূল *(মুসলিম হা/২৫৬৮)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে রুগ্ন ব্যক্তি যেই হোক

www.ahlehadeethbd.org

না কেন তাকে দেখতে যাওয়া মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। আর এ কাজের মাধ্যমে অবশ্যই পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

❖ **আপোষ-মীমাংসা করা:** সমাজে বসবাস করতে গেলে একজনের অন্যজনের সাথে কখনো ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে। এমতাবস্থায় তৃতীয় একটি পক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে *(হুযরাত-১০)*'। এরূপ প্রশংসনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে যখন দুটি বিবাদমান দল পারস্পারিক ভুল-ভ্রান্তি নিরসনের মাধ্যমে পুনরায় ভাই ভাই হয়ে যায়। তখন যাদের মধ্যস্থতায় এই মহৎ কাজ সংঘটিত হয়, উভই দলই তাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে থাকে।

❖ **দো'আ ও কল্যাণ কামনা করা :** মানব জীবনের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মূল চাবি কাঠি সর্বশক্তি মহান আল্লাহর হাতে। যেকোন সমস্যা বা আশা-আকঙ্খা পূরণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত নিজের চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে একজনের জন্য আরেক জনের দো'আ কামনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আর এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য অলক্ষ্যে দো'আ করে তখন ফেরেশতারা বলেন আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ হোক *(আবু দাউদ হা/ ১৫৩৪)*'। অন্য এক হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের অলক্ষ্যে তার জন্য দো'আ করে তখন তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। তখন তার মাথার নিকট একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা থাকে। ফেরেশতা বলেন, আমীন তোমার জন্যও অনুরূপ হোক *(মুসলিম হা/ ২৭৩৩)*'। তাই পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক মুমিনের উচিৎ অপর মুমিনের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

❖ **যথোপযুক্ত সম্মান করা :** প্রত্যেক মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করতে হবে। এটাই শারঈ হুকুম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সে আমাদের দল ভূক্ত নয় *(আদবুল মুফরাদ হা/ ৩৫৬)*'। শুধু ছোট বা বড়দের ক্ষেত্রে নয় ধনী-দরিদ্র, ব্যবসায়ী-চাকুরীজীবী, উঁচু-নিচু তথা সমাজের সর্বস্তরে পারস্পরিক মান মর্যাদা প্রদান করা হলে পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

❖ **সদুপদেশ দেওয়া :** কোন ব্যক্তি যখন কারো কাছ থেকে যরুরী প্রয়োজনে ভালো পরামর্শ বা সদুপদেশ পায় তখন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তার অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। জীবনে চলার পথে সকল কাজে সমান অভিজ্ঞতা থাকে না। এ বিষয়ে নবী (ছাঃ) বলেছেন, আমি বলিনি এমন কোন কথা আমার নামে যে বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। যার কাছে কোন মুসলমান ভাই পরামর্শ চায় আর সে তাকে ভুল পরামর্শ দেয় প্রকৃত পক্ষে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করল। আর যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে ফাতওয়া দিল এর যাবতীয় গুনাহ তার উপর বর্তাবে *(আদাবুল মুফরাদ হা/২৬০)*। এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের উচিৎ অন্যকে সৎ ও ভালো পরামর্শ দেওয়া।

❖ **দোষ ত্রুটি শুধরে দেওয়া :** একজন মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সুতরাং ভাই ভাইয়ের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে দিবে এটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) এর হাদীছ সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ। তিনি বলেন, এক মুমিন অপর মুমিনের দর্পণ (আয়না) ও ভাই *(আবু দাউদ হা/ ৪৯১৮)*। একজন মানুষ অন্য মানুষকে এরূপ সহযোগিতার ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

❖ **মনের কথা মুখে প্রকাশ করা :** একজন মানুষ নানা কারণে আরেক জন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান হল কোন ব্যক্তিকে যখন কেউ পরকালীন স্বার্থে ভালোবাসে সে যেন তার মনের কথাটা তার ভালোলাগা লোকের কাছে

www.ahlehadeethbd.org

মুখে প্রকাশ করে। মিক্বদাদ ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে মুহাব্বত করে, তখন সে অবশ্যই তাকে অবহিত করবে যে সে তাকে মুহাব্বত করে *(আবু দাউদ, তিরমিযী হা/২৩৯২)*। তাই কোন ব্যক্তি যদি কাউকে ভালোবাসে তার ভালোলাগার বিষয়টি নিজের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, তা প্রকাশ করা উচিৎ। এর মাধ্যমে পারস্পারিক সম্পৃতি বৃদ্ধি পাবে।

❖ **উৎকৃষ্ট নামে ডাকা :** মানুষ মাত্রই নিজেকে অন্যের নিকটে সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে চায়। কাউকে যত প্রীতি পূর্ণ ভাষা ও আবেগ ময় ভঙ্গিতে ডাকা হবে, তার সাথে বন্ধুত্বের ভাব তত বেশি প্রকাশিত হবে। বন্ধুত্ব কিসের দ্বারা সুদৃঢ় হয়? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ওমর (রাঃ) বলেন, বন্ধুকে উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন করো। তাই সর্ববস্থায় মানুষকে উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন করা উচিৎ।

❖ **প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** কৃতজ্ঞতা দুই প্রকার ১. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা। ২. বান্দার কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ মানুষকে যে অফুরন্ত নে'মত দান করেছেন আজীবন তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও শেষ করা যাবে না। সে কারণে সর্বাবস্থায় বলতে হবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা উচিৎ। অপর দিকে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সামান্য পরিমাণও কোন উপকার বা সাহায্য করেন এতে তার উচিৎ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। তবে প্রশংসা করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক দ্বীনি ভাইকে শারঈ বিধান যথাযথ ভাবে অনুসরণের মাধ্যমে পরস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পরকালীন জীবনে তার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন-আমীন!!

সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

৩১. ধূমপায়ীদের পাশে বসে থাকলেও ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে।

৩২. ক্যান্সার, ব্যাকটেরিয়া ও বাত প্রতিরোধে রসুন মহৌষধ। রসুন টাটকা, সিদ্ধ ও ভেজে এবং তরকারীর সাথেও খাওয়া যায়।

৩৩. মৃগী রোগীকে শোয়ায়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা ও বাতাস দিতে থাকলে সুস্থ হয়ে যায়।

৩৪. দুর্ঘটনায় দাঁত গোড়াসহ উঠে গেলে লবণ পানিসহ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তারের কাছে গেলে আবারো দাঁত লাগিয়ে দিবে।

৩৫. লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সুস্বাদু খাদ্য। লেবু মুখের স্বাদ বাড়ায়, চাহিদা পূরণ করে, কর্মোৎসাহ ও কর্মদক্ষতা বাড়ায়, মনোযোগ বৃদ্ধি করে, মস্তিষ্ককে উদ্দীপিত করে। দাঁতের মাড়িকে শক্ত করে, কোষগুলি সুসংঘবদ্ধ করে ও স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে। এতে এমাইনো ও সাইট্রিক এ্যাসিড থাকে। লেবুর সরবত খুবই উপকারী।

৩৬. শিংমাছের গায়ে লবণ দিলে শিংমাছ মারা যায়।

৩৭. কৈ মাছের গায়ে লবণ দিলে কৈ মাছ সজীব হয়।

৩৮. তেলাপিয়া মাছ বাচ্চার জন্য সবচেয়ে বেশী কষ্ট করে। ৭-১২ দিন ডিম মুখে রেখে বাচ্চা ফুটায়, এসময় সে কিছু খায়না।

৩৯. মাছে গোশতের চেয়ে বেশি ভিটামিন আছে।

৪০. সূর্য্যের কিরণে ভিটামিন ডি আছে।

-চলবে

www.ahlehadeethbd.org

অজানা কথা

টাইটানিকের অজানা রহস্য

সংগ্রহে : আব্দুল্লাহ আল-মুজাহীদ
দশম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

১৯১২ সালের ১৪ এপ্রিল, ঘড়ির কাঁটা তখন রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটের ঘরে। টাইটানিক তখন মাত্র উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রে পৌঁছেছে। টাইটানিক জাহাজটি যেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেই পথে পানির নিচে চুপটি করে ঘাপটি মেরে বসেছিল আইসবার্গ। এই আইসবার্গের সাথে ধাক্কা লেগে ধীরে ধীরে আটলান্টিক সমুদ্রের নীল জলে তলিয়ে যায় এই জাহাজটি। একই সাথে মৃত্যু ঘটে ১,৫১৩ জন যাত্রীর। ভাগ্যবান ৬৮৭ জন যাত্রীর জীবন বাঁচলেও পরবর্তী জীবনে তাদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে এই দু:স্বপ্ন।

টাইটানিক জাহাজটির ডিজাইনার 'থমাস এন্ড্রু'র দাবি ছিল টাইটানিক কে কোনো দিন ডুবানো সম্ভব হবে না। আসলে তিনি গায়ের জোরে সে কথা বলেননি। টাইটানিক জাহাজটির ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে যা সকল প্রকার ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সমুদ্রের বুকে চলতে পারবে। কিন্তু যেদিন টাইটানিক ডুবে যায়। সেদিন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪ দিন। যেই জাহাজ জীবনেও ডোবানো সম্ভব নয়, সেই জাহাজ কিনা মাত্র ৪ দিনেই ডুবে গেল। আপাতদৃষ্টিতে আইসবার্গের সাথে ধাক্কায় টাইটানিক ডুবির কারণ বলা হলেও এর কোনো সঠিক যুক্তি কোনো গবেষকই দিতে পারেন নি। একেক জন একেক ধরনের কারণ উদঘাটন করেছেন। এর ফলে এই জাহাজ ডুবির ঘটনা রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

◆ **নামকরণ ও নির্মাণকালীন তথ্য :** 'টাইটান' ছিল গ্রীক পুরানের সৃষ্টির শক্তিশালী দেবতা। এই দেবতার কাজই ছিল শুধু সৃষ্টি করা। তার নামানুসারে এই জাহাজের নাম রাখা হয়েছিল 'টাইটানিক'। এটি আসলে জাহাজটির সংক্ষিপ্ত নাম। এর পুরো নাম ছিল 'আর এম এস টাইটানিক'। 'আর এম এস' এর অর্থ হচ্ছে 'রয়্যাল মেল স্টিমার'। অর্থাৎ পুরো জাহাজটির নাম ছিল 'রয়্যাল মেল স্টিমার টাইটানিক'।

টাইটানিক জাহাজটির নির্মাণকাজ শুরু করা হয় ১৯০৭ সালে। পাঁচ বছর একটানা কাজ করে ১৯১২ সালে জাহাজটির কাজ শেষ হয়। হল্যান্ডের 'হোয়াইট স্টার লাইন' এই জাহাজটি নির্মাণ করেন। ৬০ হাজার টন ওজন এবং ২৭৫ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জাহাজটি নির্মাণ করতে সে সময় খরচ হয়েছিল ৭৫ লাখ ডলার। এত বড় আকারের জাহাজ নির্মাণ করা সেসময় মানুষ স্বপ্নেও দেখতে পারতেন না।

◆ **যাত্রা শুরু :** ১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল সাউদাম্পদন থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে টাইটানিক। সে সময় টাইটানিকে মোট যাত্রী ছিল ২২০০ জন এবং কয়েকশ কর্মী। বৃটেন থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় যাওয়া খুবই বিপদজনক ছিল। ছোটখাটো জাহাজের পক্ষে বলা চলে জীবন বাজি রেখে যাত্রা করা। কেননা হঠাৎ সামুদ্রিক ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে পড়ার আশংকা সবসময়ই ছিল। তারপরও এত সংখ্যক যাত্রী সমুদ্রের রোমাঞ্চকর এই ভ্রমণ উপভোগ করার জন্য টাইটানিকের যাত্রী হয়েছিল। টাইটানিকের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ছিল ৩১০০ ডলার। আর তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ছিল ৩২ ডলার। এখানে শুধুমাত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো এবং টাকা পয়সার কোনো বিষয় ছিল না। সে সময় টাইটানিককে নিয়ে পুরো বিশ্বেই হইচই পড়ে গিয়েছিলো। তাই সবাই চেয়েছিল টাইটানিকের এই ঐতিহাসিক যাত্রায় নিজেকে স্বাক্ষী করে রাখতে। টাইটানিক জাহাজটি যখন বন্দর থেকে ছেড়ে যায় তখন বন্দরে বিশাল জনসমাগম হয়েছিল যা অনেক রাজনৈতিক সমাবেশেও হয় না।

www.ahlehadeethbd.org

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সাইরেন বাজিয়ে ধীরে ধীরে আটলান্টিকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো টাইটানিক। জাহাজের যাত্রীরা পৃথিবীর চিন্তা ভুলে পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। নির্ধারিত ৬ দিনের যাত্রাকে সামনে রেখে সবাই চলছিল নিয়মমতো আনন্দ মুখরিত পরিবেশে। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন ভালোই কাটলো জাহাজের যাত্রীদের।

◆ **দুর্ঘটনার দিন দুপুরের ঘটনা :** ১৪ই এপ্রিল দুপুর দুইটার দিকে 'Amerika' নামের একটি জাহাজ থেকে রেডিওর মাধ্যমে টাইটানিক জাহাজকে জানায় তাদের যাত্রাপথে সামনে বড় একটি আইসবার্গ রয়েছে। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে 'Mesaba' নামের আরও একটি জাহাজ থেকে এই একই ধরনের সতর্কবার্তা পাঠানো হয় টাইটানিকে। এ সময় টাইটানিকের রেডিও যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন জ্যাক পিলিপস ও হ্যারল্ড ব্রীজ। দু'বারই তাদের দুজনের কাছে এই সতর্কবার্তাকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তাই তারা এই সতর্কবার্তা টাইটানিকের মূল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে পাঠান নি। টাইটানিক দুর্ঘটনার মাত্র ৪০ মিনিট আগে Californian সিপের রেডিও অপারেটর টাইটানিকের সাথে যোগাযোগ করে আইসবার্গটি সম্পর্কে বলতে চেয়েছিল কিন্তু টাইটানিকের রেডিও অপারেটর ক্লান্ত জ্যাক পিলিপস্ রাগান্বিত ভাবে বলে 'আমি কেইপ রেসের সাথে কাজে ব্যস্ত এবং লাইন কেটে দেয়'। ফলে Californian সিপের রেডিও অপারেটর তার ওয়ার্লেস বন্ধ করে ঘুমাতে চলে যায়। বলা চলে তাদের এই হেয়ালীপনার কারণেই ডুবেছে টাইটানিক।

◆ **দুর্ঘটনায় পড়া :** নি:শব্দ আটলান্টিকের বুকে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে টাইটানিক। আটলান্টিকের তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি নেমে যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না। টাইটানিক যখন দুর্ঘটনা স্থলের প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। তখনই জাহাজের ক্যাপ্টেন সামনে আইসবার্গ এর সংকেত পান। আইসবার্গ হল সাগরের বুকে ভাসতে থাকা বিশাল বিশাল সব বরফখণ্ড। এগুলোর সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এগুলোর মাত্রই আট ভাগের এক ভাগ পানির উপরে থাকে। মানে, এর বড়ো অংশটাই দেখা যায় না। তখন তিনি জাহাজের গতি সামান্য দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে নেন। সে সময় টাইটানিকের পথ পর্যবেক্ষণ কারীরা সরাসরি টাইটানিকের সামনে সেই আইসবার্গটি দেখতে পায়। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। টাইটানিকের ফার্স্ট অফিসার মুর্ডক আকস্মিকভাবে বামে মোড় নেওয়ার অর্ডার দেন এবং জাহাজটিকে সম্পূর্ণ উল্টাদিকে চালনা করতে বা বন্ধ করে দিতে বলেন। টাইটানিককে আর বাঁচানো সম্ভব হয় নি। এর ডানদিক আইসবার্গের সাথে প্রচণ্ড ঘষা খেয়ে চলতে থাকে। ফলে টাইটানিকের প্রায় ৯০ মিটার অংশ জুড়ে চিড় দেখা দেয়। টাইটানিক জাহাজটি যেই স্থানে ডুবেছিল সেই স্থানের নাম হলো 'গ্রেট ব্যাংকস অফ নিউফাউন্ডল্যান্ড'।

টাইটানিক সর্বোচ্চ চারটি পানিপূর্ণ কম্পার্টমেন্ট নিয়ে ভেসে থাকতে পারতো। কিন্তু পানিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ৫টি কম্পার্টমেন্ট। অনেকের মধ্যে এই কম্পার্টমেন্ট নিয়ে কিছুটা খটকা থাকতে পারে। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি। ধরুন আপনি একটি জাহাজ তৈরি করেছেন। তার তলদেশ চারটি ভাগে বিভক্ত। এই চারটি ভাগের মধ্যে একটি ভাগ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেটি দিয়ে জাহাজের মধ্যে পানি প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় আপনি যদি সেই অংশ বন্ধ করে দেন তাহলে জাহাজে ঢোকা পানি শুধুমাত্র এই একটি কম্পার্টমেন্টকেই পানিপূর্ণ করতে পারবে। বাকি তিনটি কম্পার্টমেন্ট অক্ষত অবস্থায় জাহাজটিকে ভাসিয়ে রাখবে।

www.ahlehadeethbd.org

এছাড়া পানি প্রতিরোধ এর জন্য ১২টি গেট ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এমন জায়গায় জাহাজটির ধাক্কা লাগে যে, সবগুলো গেটের পানি প্রতিরোধ বিকল হয়ে যায়। পানির ভারে আস্তে আস্তে পানিতে তলিয়ে যেতে থাকে টাইটানিক। ক্যাপ্টেন স্মিথ সহ জাহাজ চালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই বুঝতে পারে যে, টাইটানিকে আর বাঁচানো যাবে না। ক্যাপ্টেন স্মিথ মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আসেন এবং জাহাজটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। রাত ১২ টার পর লাইফবোটগুলো নামানো শুরু হয়। প্রত্যেক যাত্রীই আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য লাইফ বোটে উঠতে যায়। কিন্তু লাইফ বোট ছিল মাত্র ১৬টি। তাই ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন- মহিলা ও শিশুদের আগে নামতে দিন। আপন জনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ছেড়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য ছিল ভয়ংকর।

◆ **ভাগ্যের বড়ই নির্মম পরিহাস :** টাইটানিকের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হতে দূরবর্তী একটি জাহজের আলো দেখা যাচ্ছিল যার পরিচয় এখনো রহস্যে ঘেরা। কেউ কেউ বলে সেটি ছিল Californian আবার কেউ কেউ বলে সেটি ছিল Sampson। টাইটানিক থেকে ওয়ারলেস মাধ্যমে যোগাযোগে কোন সাড়া না পেয়ে পরবর্তীতে মর্স ল্যাম্প এবং শেষে জরুরী রকেট ছোড়ার মাধ্যমেও জাহাজটির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় কিন্তু জাহাজটি একবারও সাড়া দেয়নি। এছাড়া টাইটানিক থেকে সাহায্য চেয়ে যে বার্তা পাঠানো হয়েছিল তাতেও সঠিকসময়ে কেউ সাড়া দিতে পারে নি। কেননা নিকটবর্তী স্থানে কেউ ছিলো না। টাইটানিকের সবচেয়ে নিকটে ছিল 'দি কারপাথিয়া' জাহাজটি। তবে তারা যে দূরত্বে ছিল সেখান থেকে টাইটানিকের কাছে আসতে সময় লাগবে ৪ ঘণ্টা।

◆ **সম্পূর্ণ অংশ তলিয়ে যাওয়া :** রাত ২ টা থেকে ২ টা ২০ মিনিটের মধ্যে টাইটানিকের সম্পূর্ণ অংশ আটলান্টিকের বুকে তলিয়ে যায়। ডুবে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে জাহাজের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিকল হয়ে যায়। যার কারণে সেই পরিবেশটি আরও হৃদয় বিদারক হয়ে ওঠে। টাইটানিক যখন সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যায় ঠিক তার এক ঘন্টা ৪০ মিনিট পর রাত ৪ টা ১০ মিনিটে সেখানে আসে 'দি কারপাথিয়া' নামের একটি জাহাজ। যারা সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন তাদেরকে উদ্ধার করে এটি সকাল সাড়ে আটটার দিকে নিউইয়র্কে নিয়ে যায়।

◆ **অযৌক্তিক কারণ :** অনেকেরই ধারনা ছিল টাইটানিক জাহাজে কোন অভিশাপ ছিল। এ যুক্তি প্রমাণ করার অন্যতম একটি কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছিল টাইটানিকের নম্বর ৩৯০৯০৪। পানিতে এর প্রতিবিম্বের পাশ পরিবর্তন করলে হয় no pope। এছাড়া প্রাথমিকভাবে ও সর্বাধিক মতানুসারে আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু এর বাইরেও অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কাহিনীটি জানায় ১৯৯৮ সালের ১৯ অক্টোবরে 'টাইমস'। সে অনুসারে টাইটানিক জাহাজে নাকি ছিল মিসরীয় এক রাজকুমারীর অভিশপ্ত মমি। বলা হয়, মমির অভিশাপের কারণেই ভাসমান বরফদ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল টাইটানিক।

◆ **ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া :** দীর্ঘ ৭৩ বছর পর ১৯৮৫ সালে যন্ত্রচালিত অনুসন্ধান শুরু করে একদল বিজ্ঞানী। যেই স্থানটিতে টাইটানিক জাহাজটি ডুবেছিল সেই স্থানের ১৩,০০০ মিটার পানির নিচে সন্ধান পান টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের। রবার্ট বালার্ড নামক ফরাসি এই বিজ্ঞানীর ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল টাইটানিককে খুঁজে বের করবেন। বড় হয়ে তিনি সেই কাজেই নামলেন। সন্ধান পেলেও এর রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয় নি। কিংবদন্তীর টাইটানিক জাহাজ ডুবি বিষয়ে ইংরেজ কবি শেলি তার

www.ahlehadeethbd.org

ওজিম্যানডিয়াস কবিতায় মত প্রকাশ করেছেন এভাবে :

'সমুদ্রের নীচে বালি, পলি, আর প্রবালের
মৃতদেহের পাশে ছড়িয়ে আছে
বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রকৃতির অহমিকার
শেষ চিহ্ন'।

◆ **বিতর্ক :** এদিকে টাইটানিক ও অলিম্পিক এই দুটি জাহাজকে নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। আসলে সেদিন দুর্ঘটনায় কোন জাহাজটি ডুবেছিল। ১৯৯৯ সালে ৬৪ বছর বয়স্ক অক্সফোর্ডের 'রবিন গার্ডনার' (Robin Gardiner) তার লেখা বই 'Titanic: The Ship that Never Sank?' এ দাবি করেন যে টাইটানিক কখনই ডুবে নাই। আর তার দাবি অনেকটাই মিলে যায় কথিত টাইটানিক এর বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের দেওয়া সাক্ষ্যের সাথে। বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের মতে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের লোগো (Logo) ছিল অন্যরকম। তা কোন মতেই টাইটানিকের সাথে মিলে না। রবিন গার্ডনার এর মতে ১৫ই এপ্রিল ১৯১২ সালে যে জাহাজট ডুবেছিল সেটি ছিল 'অলিম্পিক' (Olympic) নামের আরেকটি জাহাজ। তাহলে এখানে প্রশ্ন থাকে সে আসল টাইটানিকের সেই ২২০০ যাত্রী কোথায়? এছাড়া আরও বিতর্ক রয়েছে যে, অসাবধানতা বশত নয়, নাবিকের ভুলের কারণে ডুবেছে টাইটানিক। গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববাসীর কাছে আসল ঘটনা চেপে গেছেন টাইটানিকের সেকেন্ড অফিসার। এই সেকেন্ড অফিসারের আত্মীয়ের লেখা এই বইটিতে তিনি দাবি করেছেন, এতোদিন পর্যন্ত এটি ফ্যামিলি সিক্রেট হিসেবেই সবার মাঝে গোপন ছিল। বিবিসির বরাতে জানা গেছে, টাইটানিকের সেকেন্ড অফিসার চার্লস লাইটোলারের নাতনি ঔপন্যাসিক লুইস প্যাটার্ন তার নতুন এই বইয়ে জানিয়েছেন, একজন অফিসার টাইটানিককে আইসবার্গ বা বরফখন্ড থেকে দূরে নেয়ার বদলে উল্টো সেদিকেই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

আসছে নতুন টাইটানিক : ২০১৬ সালে আবারও সমুদ্রে ভাসবে নতুন টাইটানিক। ভেতরে-বাইরে মূল টাইটানিকের আদলে তৈরি করা হবে নতুন জাহাজটি। অস্ট্রেলিয়ার ধনাঢ্য এক ব্যবসায়ী দ্বিতীয় এ টাইটানিক তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। চীনের এক জাহাজ নির্মাতা কম্পানির সঙ্গে এরই মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তিও হয়েছে তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের আবাসন ও কয়লা ব্যবসায়ী ক্লাইভ পালমার প্রথম টাইটানিকের মতো একই চেহারার কিন্তু অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বিতীয় টাইটানিক তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। নতুন জাহাজটি তৈরির জন্য বু স্টার লাইন নামের নতুন একটি জাহাজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। পরিকল্পিত নতুন জাহাজের নাম রাখা হয়েছে 'টাইটানিক টু' বা দ্বিতীয় টাইটানিক। নতুন এ প্রমোদতরীর ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এতটাই আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কয়েক ডজন লোক দ্বিতীয় টাইটানিকের প্রথম যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আগাম যোগাযোগ শুরু করেছে। ১০ লাখ ডলারেরও বেশি অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁদের কয়েকজন। প্রথমটির মতোই ৯টি তলা এবং ৮৪০টি কক্ষ রাখা হচ্ছে নতুন জাহাজে। ডিজেল-চালিত ইঞ্জিনের ধোঁয়া নির্গমণের জন্য প্রথমটির মতোই চারটি চিমনি রাখা হচ্ছে দ্বিতীয়টিতে। তবে এর ইঞ্জিন হবে আরো আধুনিক। জাহাজের নিচের অংশেও কিছু পরিবর্তন থাকছে। পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য একটি প্রদর্শনী কক্ষ রাখা হচ্ছে। প্রথম টাইটানিকের মতো দ্বিতীয় টাইটানিক যাতে কোনো দুর্ঘটনার শিকার না হয়, তার জন্য চীনের নৌবাহিনীর একটি বহর এর সঙ্গে থাকবে। প্রথমটির মতো দ্বিতীয় টাইটানিকও প্রথম যাত্রায় লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কের পথে রওনা দেবে।

www.ahlehadeethbd.org

গল্পে জাগে প্রতিভা

(১)
আমানতদারিতার ফল

মুহাম্মাদ ইমরান চৌধুরী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল প্রচুর ধন-সম্পদ। তার ছিল এক মেয়ে ও এক ছেলে। সেই দেশের বস্তিতে থাকত এক গরীব যুবক। সে ছালাত আদায় করত। আমানতের খেয়ানত করত না। তাই বস্তির সবাই তাকে ভালোবাসত। ঐ রাজার মেয়ে যখন বিয়ের উপযুক্ত হয় তখন রাজা তার জন্যে একজন ঈমানদার পাত্র খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতেই এক যুবককে পেলেন, সে ছালাত পড়ত ঠিকই কিন্তু শোনা গেছে যে, সে একদা এক ব্যক্তির নিকট থেকে আমানত নিয়েছিল কিন্তু তা ফিরিয়ে দেয়নি। তাই রাজা স্থির করলেন সে ছেলের সাথে বিয়ে দেবেন না তার মেয়েকে। এভাবে বহুদিন খোঁজার পর বস্তির ঐ ছেলেকে দেখে রাজা মনে মনে ধারণা করলেন ছেলেটি গরিব হতে পারে কিন্তু সৎ। চরিত্রের দিক দিয়েও সেরা। রাজা তাকে পরীক্ষা করার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। রাজা তাকে এক দিরহাম সোনা দিয়ে বললেন যে, এই সোনা আমি তোমার কাছ থেকে এক মাস পর ঠিক ঠাক বুঝে পেতে চাই। ছেলেটি বুঝতে পারছিলনা যে কি জন্য রাজা আমাকে এগুলো দিল। রাজার উদ্দেশ্য ছিল তাকে আমানত দিয়ে পরীক্ষা করা। একমাস পর দেখা গেল সেই ছেলেটি এক দিরহাম সোনা নিয়ে উপস্থিত। রাজা তার আমানতদারিতা দেখে মুগ্ধ হন। এরপর তার মেয়ের সাথে ছেলেটির বিয়ে দেন।

(২)
পরকালকে স্মরণ

নূরুল ইসলাম
৮ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এক দেশে ছিল এক রাজা। সে ছিল খুবই অত্যাচারী। সে নানাভাবে প্রজাদের কষ্ট দিত এবং তাদের হক নষ্ট করত। একবার রাজ্যে মহামারি দেখা দিল এবং রাজাও সেই মহামারিতে আক্রান্ত হল। এ খবর জানতে পেরে রাজদরবারে যারা ছিল, সবাই রাজাকে ছেড়ে চলে গেল। কেননা এটা ছিল খুবই ছোঁয়াছে এবং মারাত্মক রোগ। যে এই রোগে আক্রান্ত হবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। রাজার স্ত্রীও রাজাকে ছেড়ে চলে গেল। যার কথা শুনেই রাজা তার পূর্ববর্তী রাজাকে হত্যা করে এবং রাজা হয়। যখন সে ছিল একজন সামান্য কাঠুরে। একদিন তার স্ত্রী তাকে বলল, যদি তুমি রাজাকে হত্যা করতে পার, তাহলে তুমি রাজা হতে পারবে, কেননা তোমার চেহারা আর আমাদের রাজার চেহারা প্রায় একই রকম। কেউ বুঝতেই পারবেনা। একদিন রাজা শিকার করার জন্য বনে বের হল। তখন কাঠুরে তার স্ত্রীর কথামত রাজার পিছু নিল এবং এক পর্যায়ে রাজাকে পেছন থেকে ধরে গাছের সাথে বেঁধে ফেলল। রাজা তার দিকে তাকিয়ে অবাক হল কারণ তার চেহারা আর কাঠুরের চেহারা দেখতে একই রকম। রাজা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন আমাকে ধরেছ? কাঠুরে হা হা করে হেসে উত্তর দিল, আমি আপনাকে হত্যা করে এই রাজ্যের রাজা হব। রাজার আর কিছু বুঝতে বাকী রইল না। রাজা ছিল একজন ধার্মিক ব্যক্তি। রাজা কাঠুরেকে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম বিচার হবে খুন সম্পর্কে (বুখারী)। কাঠুরে বলল, রাখ তোমার বিচার, আমার স্ত্রী যদি আরো আগে এই বুদ্ধিটা দিত, তাহলে এত কষ্ট করতে হতনা। রাজা বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং পরকালের কথা

www.ahlehadeethbd.org

স্মরণ কর। যার কথা শুনে তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ, পরকালে সে কোনই কাজে আসবেনা তোমার । আল্লাহ বলেন, যেদিন সেই নিনাদ আসবে, সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মাতাপিতা থেকে, এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে। প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন এক অবস্থা হবে, যে সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে (সূরা আবাসা-৩৩-৩৭ আয়াত)। পাষাণ কাঠুরে রাজার কোন কথা না শুনে রাজাকে তার কুঠার দিয়ে হত্যা করে এবং তার পোশাক পরে রাজদরবারে চলে যায় আর কাঠুরে থেকে রাজা হয়। এতকিছু হওয়ার পর কাঠুরে রাজা যখন দেখল, তার স্ত্রীসহ সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে, তখন রাজা বলে উঠল, হায়! দুনিয়াতেই এই অবস্থা, তাহলে পরকালের অবস্থা কেমন হবে। এ বলেই রাজা মারা গেল।

লেখা আহ্বান

পাঠক/পাঠীকাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল লেখক-লেখিকা **'সোনামণি প্রতিভা'** পত্রিকায় লেখা দিতে ও মতামত প্রকাশ বা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিঃদ্রঃ লেখা সোনামণিদের পাঠ উপযোগী হতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭৪৯৪৫৯১৯৭

বিঃদ্রঃ ভি.পি যোগে সর্বত্র পত্রিকা পাঠানো হয়।

ক বি তা গু চ্ছ

জীবন গড়ি

সানজিদ কবির (নিহান)
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কুরআন পড়ি, হাদীছ পড়ি,
সুন্দর করে জীবন গড়ি।
আল কুরআনের বিধান মানি
অহীর বিধান কায়েম করি
আমরা সোনামণি।
ছালাত পড়ি
কুরআন পড়ি
অহীর বিধান কায়েম করি।
ফুলের মত
জীবন গড়ি
আমরা সোনামণি।

ছালাত ও ছিয়াম

আবু বকর ছিদ্দীক মারূফ
৫ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ছালাত যদি আদায় কর
মহানবীর মত করে,
থাকবেনা কোন গুনাহ তোমার
সব যাবে ঝরে।
সঠিক নিয়মে ছালাত আদায় করলে
পাবে নবীর শাফায়াত,
ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ দিবেন
সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত।
রামাযানে যারা ছিয়াম রাখে
আল্লাহ তাদের ভালবাসে,
হাজার মাসের শ্রেষ্ঠ যে রাত
আছে তা এইমাসে।
পড়বে যারা ছালাত
রাখবে যারা ছিয়াম,
শেষ বিচারের কঠিন দিনে
তারা হবে সফলকাম।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি প্রতিভা

মুহাম্মাদ নাহিন
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

তুমি সত্যের মশাল
তুমি আমাদের জয়গান
তোমার ছায়ায় এসে আমাদের
ধন্য হলো প্রাণ।
সত্য কথা বলবো মোরা
সত্য পথে চলবো
মিথ্যার বিরুদ্ধে আমরা
সর্বদা লড়বো।
রাসূল(ছাঃ)-এর আদর্শে মোরা
গড়বো মোদের জীবন
ভালো হয়ে থাকবো আমরা
এই আমাদের পণ।

আমার পণ

রেযওয়ানুল হক
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

এক, দুই, তিন
এখন থেকে শিরক-বিদ'আত দূর করার
চেষ্টা নিন।
চার, পাঁচ, ছয়
শিরক-বিদ'আত দূর করতে নেইকো
মোদের ভয়।
সাত, আট, নয়
দেশে শিরক-বিদ'আত করেছে আজ জয়।
দশ, এগার, বার
অতি সত্বর শিরক-বিদ'আত ত্যাগ কর।
তের, চৌদ্দ,পনের
যত তাড়াতাড়ি পার সোনামণি কর।
ষোল, সতের, আঠার
সত্যের সন্ধানে তাওহীদের পথে চলো।
উনিশ আর বিশ
দেশে থাকতে দিব নাকো ইবলীস।

ভালোবাসি

শহীদুল ইসলাম
৬ষ্ঠ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ভালোবাসি
সত্য কথা বলতে,
ভালোবাসি আত্মীয়তার
বন্ধন অটুট রাখতে।
ভালোবাসি পিতামাতার সঙ্গে,
সৎ ব্যবহার করতে।
ভালোবাসি সর্বদা,
কুরআন-হাদীছ পড়তে।
ভালোবাসি সদা রাসূলের আদর্শ,
অনুসরণ করতে।
ভালোবাসি সবসময়
আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্য করতে।
ভালোবাসি সেই মানুষকে
যে চলে রাসূলের দেখানো পথে।
ভালোবাসি আওয়াল ওয়াক্তে
ছালাত আদায় করতে।
ভালোবাসি সব মুহূর্তে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে।

অন্যায়-অবিচার

সুমাইয়া বিনতে আজাদ
দশম শ্রেণী, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অন্যায় অবিচার মুক্ত করতে সমাজ
নবীর আদর্শে তুমি কাজ করবে ।
মূর্খতা অজ্ঞতা ভেজাল মুক্ত সমাজ
তোমার কাছে দৃষ্টান্ত চেতেছে আমীরে
জাম'আত।
গড়তে শান্তির সমাজ রাখবে অবদান ,
ভুলবেনা কোন দিন নির্বোধ কোনপ্রান।
বিচলিত হবে না কভু থাকতে জীবন,
তুমি হবে আহলেহাদীছের বাস্তব দৃষ্টান্ত
আমীরে জাম আত দ্বারা শান্তির সমাজ গড়বে
আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট কবে মরবে।

www.ahlehadeethbd.org

শিশুর স্বাধিকার

শফীকুল ইসলাম (শফীক)
এম. এ. (শেষ বর্ষ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা শিশু পড়ি-লেখি
খেলার সময় খেলা,
আমরা শিশু চাই না কারো
বিন্দু অবহেলা।
আমরা শিশু জগৎ জুড়ে
আগাম দিনের রত্ন,
আমরা শিশু চাই যে সবার
স্নেহ, আদর, যত্ন।
আমরা শিশু বড় হব
হব নয়ন মণি,
আমরা শিশু দীপ্ত সাহস
ছন্দ-সুরের ধ্বনি।
আমরা শিশু মিষ্টি ভাষী
শেখায় মায়ে কথন,
আমরা শিশু স্নিগ্ধ হাসি
হাসতে চাই যে এমন।
আমরা শিশু মধুর বাঁশি
বাজব সবার মনে,
আমরা শিশু পুষ্প কলি
ফুটব বনে-বনে।
আমরা শিশু পাখির মতন
উড়ব পাখির মতো,
আমরা শিশু সুনীল গগন
নীল যে ছড়াই কতো।

আমরা সোনামণি
রাসূলের আদর্শ মানি।

এ ক টু খা নি হা সি

বাসায় কেউ নেই

মুহাম্মাদ শাফীউল্লাহ
রসুলপুর, কামার খন্দ, সিরাজগঞ্জ।

আব্দুল বারী সাহেব আব্দুল্লাহর কাছে পাঁচ হাযার টাকা পান। কিন্তু আব্দুল্লাহ আব্দুল বারী সাহেবের সাথে দেখাও করে না টাকাও দেয় না। আব্দুল বারী সাহেব তার অনেক খোঁজ খবর নিয়েও কোন খবর পেলেন না। একদিন আব্দুল বারী সাহেব আব্দুল্লাহর বাড়ী গিয়ে কলিং বেল চাপলেন এবং একজন ছেলে বেরিয়ে আসল। তখন তিনি বললেন, তোমার আব্বুকে ডাকতো।
ছেলে : আব্বু তো বাসায় নেই।
আব্দুল বারী : তোমার মাকে ডাকতো।
ছেলে : মা, অফিসে গেছেন।
আব্দুল বারী : তোমার বড় ভাইকে ডাকতো।
ছেলে : ভাইয়া ভার্সিটিতে গেছে।
আব্দুল বারী : তোমার বড় বোনকে ডাকতো।
ছেলে : আপাতো বিউটি পার্লারে গেছে।
আব্দুল বারী : (ক্ষিপ্ত হয়ে) তাহলে তুমি বাড়িতে আছ কেন? তুমিও কোথাও বেড়াতে যাও।
ছেলে : বারে, আমি বেড়াতে যাব মানে, আমি তো আমার মামার বাড়িতে এসেছি।

শিক্ষক ও ছাত্র

রাকীবুল হাসান শামীম
তৃতীয় শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

শিক্ষক : বলতো মিন্টু Cap অর্থ কি?
ছাত্র : Cap অর্থ চায়ের পাত্র।
শিক্ষক : বেটা গাধা।
(পরের দিন)
শিক্ষক : বলতো মিন্টু সবচেয়ে বোকা কে?
ছাত্র : আমি স্যার।
শিক্ষক : কেন রে।ছাত্র : আপনিইতো বলেছিলেন আমি গাধা।

www.ahlehadeethbd.org

নাক ডাকা

মুহাম্মাদ শাকিল আহমদ
সহ-পরিচালক, সোনামণি হরিপুর শাখা।
বাগমারা, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : আরে বন্ধু আজ রাতে আমার ঘুম হয়নি।
২য় বন্ধু : কেনরে ঘুমাসনি?
১ম বন্ধু : নাক ডাকানোর কারণে।
২য় বন্ধু : কেনরে তোর ভাই নাক ডাকায়?
১ম বন্ধু : নারে! আমি নাক ডাকায়, আমার নাকে খোঁচা মেরে অন্যেরা জাগিয়ে দেয়। এজন্যই ঘুম হয় না।

দুই বন্ধু

হাফেয মাঈনুল ইসলাম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : আমরা তো গ্রামের মানুষ, চল একটু শহর থেকে ঘুরে আসি।
২য় বন্ধু : চল বন্ধু।
(পরের দিন)
১ম বন্ধু : আমরা তো শহরে এসেছি কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।
২য় বন্ধু : চল খেয়ে আসি।
১ম বন্ধু : ওরা কি খাচ্ছে আর টেবিলে রাখছে?
২য় বন্ধু : চা!
১ম বন্ধু : না তুই চা!
২য় বন্ধু : না তুই চা!

তিন পাগল

আয়াতুল্লাহ
৭ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

তিন পাগল এক সাথে গল্প করছে।
১ম পাগল : পুরো এশিয়া মহাদেশ আমার।
২য় পাগল : পুরো পৃথিবীটাই আমার।
৩য় পাগল : তোরা সবকিছু তোদের বলছিস কেন? আমি কি তোদের কাছে এগুলো বিক্রি করেছি?

শিক্ষক ও ছাত্র

মুহাম্মাদ কাওছার
৩য় শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছিল।
শিক্ষক : বলতো বল্টু Rat মানে কি?
ছাত্র : স্যার Rat..... (ছাত্র মনে করছিল)
শিক্ষক : তুমি কি পাগল?
ছাত্র : তাহলে আপনি বড় পাগল।
শিক্ষক : (ক্ষিপ্ত হয়ে) আমি কেন বড় পাগল?
ছাত্র : স্যার আপনি পাগল বলেই তো আমি পাগল। কেননা আপনি আমাদেরকে পড়া শেখান, তাই আপনি বড় পাগল।

খরগোশের ঘুম

সা'দ আব্দুল্লাহ
৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

অনেক বছর আগের কথা , ভয়হকর জঙ্গলে বাস করত একটা খরগোশ একদিন ঘুমের ভেতর ভয়ের স্বপ্ন দেখে সেই খরগোটা লাফিয়ে উঠল ভাবল পৃথিবী যদি এখন ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে গাছতলায় বসে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ভাবছে তখনই একটি বানর গাছথেকে নারিকেল ছিঁড়ে ফেলল মাটিতে অনেক শব্দ হলো। খরগোশ কিন্তু নারিকেলের কিছুটা দুরে ছিল । সে খুব ভয়ে দৌড় দিয়ে চেচিয়ে বলছে ওড়ে দুনিয়াদারি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ঐ জঙ্গোলে অনেক খরগোশ ছিল । সবাই ঘুমাচ্ছে তখন একটা খরগোশ ঘুমে থেকে শুনছে দুনিয়াদারি ধ্বংস হয়ে গেল , তখন খরগোশ শুনে ভয়ে ভয়ে সব খরগোশকে ডাক দিল বলল আর প্রাণে রক্ষা নেই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সবাই জঙ্গল থেকে পালাও ।

www.ahlehadeethbd.org

আমার দেশ

আদমশুমারি

প্রশ্ন : একটি দেশের জনসংখ্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা করাকে কি বলে?

উত্তর : আদমশুমারি।

প্রশ্ন : আদমশুমারি পরিচালনা করে কোন সংস্থা?

উত্তর : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)।

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৭৪ সালে।

প্রশ্ন : আদমশুমারি কত বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১০ বছর।

স্বাধীনতা পূর্ব জনসংখ্যা

সাল	জনসংখ্যা (জন)
১৯০১	২,৮৯,২৮,০০০
১৯১১	৩,১৫,৫৫,০০০
১৯২১	৩,৩২,৫৫,০০০
১৯৩১	৩,৫৬,০২,০০০
১৯৪১	৪,১৯,৯৭,০০০
১৯৫১	৪,১৯,৩২,০০০
১৯৬১	৫,০৮,৪০,০০০

স্বাধীন বাংলাদেশের আদমশুমারি

কততম	সাল	জনসংখ্যা (জন)	বৃদ্ধির হার
প্রথম	১৯৭৪	৭,১৪,৭৯,০০০	-
দ্বিতীয়	১৯৮১	৮,৭১,২০,০০০	২.৩২
তৃতীয়	১৯৯১	১০,৬৩,১৫,০০০	২.০১
চতুর্থ	২০০১	১২,৪৩,৫৫,০০০	১.৫৮
পঞ্চম	২০১১	১৪,২৩,১৯,০০০	১.৩৪

রহস্যময় পৃথিবী

মানুষখেকো

সংগ্রহে : সাখাওয়াত হোসাইন
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মানুষখেকো! শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বহুকাল আগে থেকেই মানুষখেকোর ঘটনাগুলো মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে এসেছে। এর পেছনের কারণ ছিল গহীন বনের হিংস্র ও ক্ষুধার্ত মাংসাশী প্রাণীরা। শিকারী মানুষদের তাদের সঙ্গে লড়াই করে চলতে হতো। কালের পরিক্রমায় কিন্তু মোটেও এমন ঘটনা কমেনি। মানুষখেকোর কথা উঠলেই আমাদের চোখে হিংগ্র প্রাণীদের ছবি ভেসে ওঠে। বিশেষ করে বাঘ, ভালুক, হাঙর ও কুমিরের কথা না বললেই নয়। এদের খাদ্যতালিকায় মানুষ খাদ্য হয়ে ওঠার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রাণীবিজ্ঞানীগণ দল এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে আসছেন। মানুষ যখন পশুর খাদ্য হয়ে ওঠে তখন সেটা আতঙ্কের বিষয় বটে। সেসব ছাড়াও পৃথিবীতে নানা জায়গা রয়েছে যেখানে মানুষ গেলে আর ফিরে আসে না। এমন গুহা রয়েছে যেটাকে সবাই চেনে মানুষখেকো গুহা বলে। গহীন অরণ্যের নির্দিষ্ট কোনো স্থানে ছিল চোরাবালি। সেখানে পা ফেললে মানুষ কিছুক্ষণ পরই অদৃশ্য হয়ে যেত। এমন অনেক গাছের কথাও হয়তো শুনেছেন যেটা লতা দিয়ে মানুষকে পেঁচিয়ে ধরে গিলে ফেলত! এসবের কোনোটা সত্যি হলেও কোনোটা মানুষের মুখে প্রচলিত হয়েছে একটু বাড়াবাড়ি কথার অলঙ্কারসমেত। তাই সেসবের পুরোটা সত্য নয়। তবে অনেক সত্য ঘটনা রয়েছে যেগুলো রীতিমতো মুখে মুখে চলে এসেছে এই একবিংশ শতাব্দী অবধি। সব মিলিয়ে নানা বিষয়ে মানুষখেকোর ভয়ানক উপাধি মেলা

www.ahlehadeethbd.org

কয়েকটি ঘটনা ও স্থান নিয়ে আজকের রকমারি

❂ ফ্রাঙ্কলিনের জাহাজ : ফ্রাঙ্কলিনের জাহাজ। ধারণা করা হয় এটি প্রায় ১৬০ বছরের পুরনো। এ জাহাজটি ঘিরে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, এই জাহাজের যাত্রীরা বেঁচে থাকার তাগিদে একপর্যায়ে মানুষখেকো হয়ে উঠেছিল। পুরোটাই মিথ নাকি কিছুটা সত্য এখানে জড়িয়ে আছে সে নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। তবে যেটুকু জানা যায় তাতে বলা চলে দুই ব্রিটিশ পর্যটক দুটো ভ্যাসেলে চড়ে বেরিয়ে পড়েন সাগরে। কানাডার আর্কটিকে এসে জাহাজ দু'টি হাওয়া হয়ে যায়। এরপর আর কোনো খোঁজ মেলেনি। সেই থেকে জাহাজ দুটির হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের অমীমাংসিত এক রহস্যই থেকে যায়। প্রায় অর্ধযুগ আগে কানাডা ওই জাহাজ দুটি খোঁজে বের করতে কাজ শুরু করে। ১৮৪৫ সালে স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন তার বাছাই করা ১২৮ জন ক্রু নিয়ে কিংবদন্তির নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ খুঁজতে যাত্রা করেন। কিন্তু নুনাভুটের আর্কটিক এলাকার ভিক্টোরিয়া স্ট্রেইটের কিং উইলিয়াম দ্বীপে আসার পর থেকে 'এইচএমএস বারবাস' এবং 'এইচএমএস টেরর'-এর আর কোনো খোঁজ মেলেনি। কানাডিয়ানরা বছরের পর বছর ধরে বিশ্বাস করে, মারা যাওয়ার আগে তাদের অনেকে মানুষখেকো হয়ে উঠেছিলেন।

❂ মানুষখেকো গর্ত : প্রথমে কিন্তু এই গর্তটি মানুষখেকো বলে পরিচিতি পায়নি। অনেকেই বলত রহস্যময় গর্ত। মানুষের কৌতূহল ছড়িয়ে ছিল। অনেকেই ছুটে আসতেন গর্তটি দেখতে। একপর্যায়ে লোকমুখে প্রচলিত হলো, গর্তটি দেখতে গিয়ে কেউ কেউ আর ফিরে আসেননি। তোলপাড় হয়ে গেল চারদিকে। রটে গেল, এই গর্তটি মানুষ খায়। বিশেষ করে ৬ বছরের শিশু নাথান যখন হঠাৎ করে সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল তারপর থেকে এই মানুষখেকো গর্তের কথা ছড়িয়ে পড়িয়ে পড়ে সারাবিশ্বে। শিকাগোর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ইন্ডিয়ানা ডুয়ানস ন্যাশনাল লেকশোরে এই গর্তটি রয়েছে। নাথান যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল সেই জায়গার কাছাকাছি গিয়ে দেখা যায় সেখানে হঠাৎ তৈরি গর্তেই পড়ে গেছে নাথান। উদ্ধারকারী দল দ্রুত এসে উদ্ধার করে বালকটিকে। নাথান যে গর্তে পড়ে গিয়েছিল সেটা প্রায় ১১ মিটার গভীর। অদ্ভুতভাবে গর্তটা কিছুদিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, এ গর্তগুলো আসলে এক ধরনের চোরাবালি। ভেজা ভারী বালির যে ধরনের চোরাবালির সঙ্গে সাধারণভাবে সবাই পরিচিত, তার থেকে এ চোরাবালির চরিত্র বেশখানিকটা ভিন্ন ধরনের।

❂ মাংসখেকো গাছ : ১৮৭৮ সালের কথা। জার্মানের এক ভ্রমণকারীর নাম কার্ল লিচি। তিনি একবার গেলেন মাদাগাস্কারের এক জঙ্গলে। সেখানে বসবাস করে মিকাদো উপজাতিরা। তাদের সম্পর্কে জানার জন্য লিচি সেখানে গেলেন। তিনি দেখলেন তাদের একজন কীভাবে মানুষখেকো একটি উদ্ভিদের সামনে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি মেয়ে হাঁটছিল। তার হাতে ছিল লোহার ধারালো একটি অস্ত্র। বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাতের অস্ত্র দিয়ে সে দুই পাশের গাছপালাগুলোকে আনমনে খোঁচাখুঁচি করছিল। সামনে পড়ল বড় একটি গাছ। আনারসের মতো দেখতে গাছটির চেহারা। উপরের দিকে অনেকগুলো লম্বা রোমযুক্ত আকর্ষি বা শুঁড়। আধুনিক সময়ে মাংসখেকো গাছের সন্ধান মিললেও মানুষখেকো গাছের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

❂ মানুষখেকো জাতি : মানুষখেকো মানুষের কথা ভাবতেই অনেকে ভয়ে কেঁপে ওঠেন। পাপুয়া নিউগিনিতে ২৯ জন মানুষখেকো আটক করা হয় মানুষ খাওয়ার অপরাধে। ইউকে টেলিগ্রাফ পত্রিকার একটি খবরে বিশ্ববাসী রীতিমতো হতবাক হয়ে যায়। কয়েকজন ডাক্তারের অস্বাভাবিক মৃত্যুরহস্য

www.ahlehadeethbd.org

বের করতে গিয়ে পুলিশ তাদের সন্ধান পায়। পুলিশের ধারণা, প্রায় ৭০০ থেকে ১০০০ লোক এই গ্রুপের সদস্য এবং এরা সবাই কম-বেশি মানুষের মাংস ভক্ষণ করেছে। এরা সবাই কমপক্ষে সাতজন মানুষকে সরাসরি হত্যা এবং ভক্ষণের সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে বিচার শুরু হয়। কোর্টে সবাই স্বীকার করেছে যে তারা ডাক্তার হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের ভাষ্যমতে, এসব ডাক্তাররা ভয়ঙ্কর কালো বা জাদুকরী বিদ্যাচর্চা করত। তারা ডাক্তারকে হত্যা করে তার মগজ ভক্ষণ করেছে। তারা দাবি করে কালো জাদুকর এই ডাক্তাররা বহু মানুষকে হত্যা করে এই জাদুবিদ্যা চর্চা করে আসছে।

২। ভয়ঙ্কর কালী নদী : এবার একটি নদীর কথা শোনা যাক। এ নদীটির কুখ্যাতি রয়েছে মানুষ খেয়ে ফেলার জন্য। ভারতের এই ভয়ঙ্কর নদীর নাম 'কালী নদী'। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে এক যুবক সাঁতার কাটতে ছিল। হঠাৎ করে তার প্রেমিকা ও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর চোখের সামনেই সে পানির নিচে অবিশ্বাস্যভাবে হারিয়ে যায়। তিন দিন ধরে ৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে জাল ফেলে অনেক খুঁজেও আর পাওয়া যায়নি। এর তিন মাস পর একই নদীর অন্য এক ঘাটে এক পিতার সামনে হারিয়ে যায় একটি শিশু বালক। এক্ষেত্রেও মৃতদেহের কোনো অবশিষ্ট অংশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ দুটি ঘটনার পর অনেক কানকথা ছড়িয়ে পড়ে। নদীতে অশুভ শক্তি রয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আসলে এ ঘটনার মহানায়ক বা খলনায়ক ছিল পানির নিচে থাকা একটি প্রাণী আমাদের মাগুর মাছের মতো একটি ক্যাট ফিস। এই মাছগুলো অনেক বড় এবং মাংসাশী প্রকৃতির হয়ে থাকে। আসলে এই কালী নদীর তীরে হিন্দু অধ্যুষিত ভারত ও নেপালের অনেক শ্মশান রয়েছে যেখানে মৃতদেহ পোড়ানো হয়। আর মৃত মানুষের মাংস খেয়ে এই মাছগুলো বিশাল আকৃতির হতে থাকে

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প

সংগ্রহে : আব্দুর রহীম
অষ্টম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

জাপানের মানচিত্র দেখলে মনে হয় যেন গোটা দেশটিই একটা বিশাল আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছে। এই কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয় জাপানেই। তবে ইতিহাস খ্যাত ভূমিকম্পটি জাপানে না হয়ে চিলিতে আঘাত হেনেছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, এক হাজারটি পারমাণবিক বোমা ফাটালে যে ধ্বংসযজ্ঞ হবে সেই একই পরিমাণ শক্তি নিয়ে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছিল। ১৯৬০ সালে চিলিতে এরকম ভয়ংকর ভূমিকম্প আঘাত হানার পর আরও অনেক দেশে কম-বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে, যা আমরা আজ **'সোনামণি প্রতিভা'** এর পাঠক/পাঠিকাদের জন্য তুলে ধরবো।

তবে এই লিখাটি যেদিন লেখা হচ্ছে, সেদিন শনিবার বেলা ১২টার দিকে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে একসঙ্গে ভূমিকম্প হয়েছে। স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে ভূমিকম্পটি নেপালের রাজধানী থেকে ৪৮ মাইল দূরের পোখরা এলাকায় আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫। ভূমিকম্পে উপদ্রুত তিন দেশেই অল্প-বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে বলে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে।

● **ভালদিভিয়া, চিলি :** ১৯৬০ সালে চিলির ভালদিভিয়া অঞ্চলে প্রায় ৯ দশমিক ৫ মাত্রার প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প আঘাত হানে। পরবর্তীতে গবেষকরা জানিয়েছিলেন যে, ওই ভূমিকম্পটির শক্তিমত্তা ছিল প্রায় ১৭৮ গিগাটন। ভূমিকম্পটি ভালদিভিয়া ছাড়াও

www.ahlehadeethbd.org

পার্শ্ববর্তী হাওয়াই দ্বীপেও আঘাত হেনেছিল। প্রাথমিক ধাক্কাতেই প্রায় ছয় হাজার মানুষ মারা যায় এই ভূমিকম্পে এবং এক বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়। তবে ভূমিকম্প পরবর্তীতে আঘাতপ্রাপ্ত আরও অনেক মানুষ মারা যায়।

● **শানসি, চীন :** চীনের শানসি প্রদেশের এই ভূমিকম্পটিকে বলা হয় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকম্প। ১৫৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি চীনের শানসি প্রদেশকে কেন্দ্র করে এই ভূমিকম্পটি মোট ৯৭টি দেশে একযোগে আঘাত হেনেছিল। বেশ কয়েকটি দেশের সমতল ভূমি প্রায় ২০ মিটার দেবে গিয়েছিল। ৮ দশমিক শূণ্য মাত্রার এই ভূমিকম্পটির শক্তিমত্তা এক গিগাট্রন হওয়া সত্ত্বেও এতে প্রায় সাড়ে আট লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়। শানসি প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশই এই ভূমিকম্পে মারা গিয়েছিল।

● **সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া :** ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারতীয় মহাসাগরে সৃষ্ট ৯ দশমিক ১ থেকে ৯ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্পটি ৩২ গিগাট্রন শক্তি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় আঘাত হানে। পার্শ্ববর্তী দেশ মালদ্বীপ এবং থাইল্যান্ডেও এই ভূমিকম্পের ধাক্কা লাগে। এই ঘটনায় প্রায় আড়াই লাখ মানুষ রাতারাতি মারা যায় এবং আনুমানিক সাত বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে পরবর্তী সময়ে বিশ্লেষকরা জানান যে, ভূমিকম্পটি আট মিনিট থেকে দশ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

● **আলেপ্পো, সিরিয়া :** সময়টা ১১৩৮ সালের অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ। ঐতিহাসিক নগরী সিরিয়ার আলেপ্পোয় তখন মাত্র ভোর হতে শুরু করেছে। ঠিক তখনই ৮ দশমিক ৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প প্রায় তিন গিগাট্রন শক্তি নিয়ে নাড়িয়ে দেয় আলেপ্পোকে। ভূমিকম্পের ইতিহাসে এই ভূমিকম্পটিকে বলা হয় চতুর্থ ভয়ংকর দুর্যোগ। ওই ভূমিকম্পে প্রায় আড়াই লাখ মানুষ মারা যায় এবং গোটা একটি শহর মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সবচেয়ে প্রাণঘাতী ব্যাপারটি হলো, আলেপ্পোর ওই সকালে একটি গীর্জায় প্রাতঃকালীন প্রার্থনার সময় এক স্থানেই ৬০০ মানুষ মারা যায় ভূমিকম্পে।

● **তাংসান, চীন :** প্রায় সাত লাখ মানুষ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই ভূমিকম্প। ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই চীনের তাংসান এবং হেবেই অঞ্চলে ৮ দশমিক ২ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি আড়াই গিগাট্রন শক্তিমত্তা নিয়ে আঘাত হানে। মাত্র দশ সেকেন্ডের ভূমিকম্পে পুরো একটি অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাথমিক হিসেবে বলা হয়েছিল যে এই ভূমিকম্পে আড়াই লাখ মানুষ মারা যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চীন সরকার পূর্ণাঙ্গ মৃত্যু তালিকা প্রকাশ করলে বিশাল মৃতের তালিকা দেখা যায়।

● **দামহান, ইরান :** এশিয়ার দেশ ইরানে হাতে গোনা কয়েকবার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এরমধ্যে ৮৫৬ সালের ২২ ডিসেম্বর ইরানের দামহানে (ইরানের তৎকালীন রাজধানী) ৮ দশমিক শূণ্য মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে প্রায় দুই লাখ মানুষ মারা যায় এবং গোটা শহরটির পার্শ্ববর্তী স্থানগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। দামহান পার্শ্ববর্তী বিখ্যাত বাস্তাম নগরী পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যায় এই ভূমিকম্পে।

● **থোকো, জাপান :** ভূমিকম্পের দেশ জাপানের থোকো অঞ্চলে ২০১১ সালের ১১ মার্চ ৯ দশমিক শূন্য ৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে ১৫ হাজার ৮৭৮ জন মানুষ মারা যায়, আহত হয় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার এবং আরও তিন হাজার মানুষকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। থোকো শহরের প্রায় দেড়লাখ বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তবে এই ভূমিকম্পের ফলে দেশটির একটি পারমাণবিক স্থাপনা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভয়ানক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুতে ছড়িয়ে যায়।

www.ahlehadeethbd.org

দূরবর্তী কানাডা এবং হাওয়াইয়েও এই ভূমিকম্পের কিছুটা ছোয়া লাগে।

● **আসগাবাত, সোভিয়েত ইউনিয়ন :** তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আসগাবাত অঞ্চলে ১৯৪৮ সালের ৬ অক্টোবর ৭ দশমিক ৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই ঘটনায় প্রায় দুই লাখ মানুষ মারা যায়। আসগাবাত সংলগ্ন বেশ কয়েকটি শহরের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

● **কাশ্মির, পাকিস্তান :** পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মির অংশে ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর ৭ দশমিক ৬ মাত্রার এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। প্রাথমিক ধাক্কাতেই ৮৫ হাজার মানুষ নিহত এবং ৬৯ হাজার আহত হয়। পাশাপাশি জন্মুতে এই ভূমিকম্পের কারণে মারা যায় আরও ১৪ হাজার। চীনের একাংশ এবং তাজাকিস্তানেও এই ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণের ক্ষয়ক্ষতি হয় এতে।

● **সিসিলি, ইতালি :** ৭ দশমিক ৪ মাত্রার প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পটি ১৬৯৩ সালের ১১ জানুয়ারি হঠাৎ করেই আঘাত হানে ইতালির সিসিলিতে। ইতালিসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মোট ৭০টি শহর এতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং প্রায় ৬০ হাজার মানুষ নিহত হয়। ইতালির ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকম্প হিসেবে ঠাঁই পায়।

এছাড়াও ইতালির ক্যালাব্রিয়া, ইরানের রুদবার, তুরস্কের ইজমিত, জাপানের নানকাইদো এবং আজারবাইযানের শেমাখা অঞ্চলেও প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। প্রত্যেকটি ভূমিকম্পেই বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তবে এযাবৎ যতগুলো দেশেই ভূমিকম্প হয়েছে, সেই দেশগুলোকে ভূমিকম্প পরবর্তীতে অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। মানবিক বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সময়ে লেগেছে ওই দেশগুলোর।

ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু টিপস

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

ভূমিকম্প হচ্ছে এক ধরণের গজব। যখন মানুষ দুনিয়ার বুকে অশ্লিল, যেনা, ব্যবিচার, গান-বাজনা, ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের গজব দিয়ে থাকেন। যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবী ও রাসূলেল উম্মতের উপর দেয়া হয়েছিল। যেমন : নূহ (আঃ)-এর কওমকে প্লাবনে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। লূত (আঃ)-এর উম্মত যখন সমকামীতায় লিপ্ত হয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের উপর গযব বর্ষণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, পৃথিবীতে কেবলমাত্র তোমরাই পুরুষের সাথে কুকর্ম কর, আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে জাতি সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ মহিলাদেরকে) তাদেরকে তোমরা বর্জন কর। তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় (সূরা শুয়ারা ১৬৫-১৬৬)।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি দান করেন, যাতে তারা (সৎ পথে) ফিরে আসে (সূরা রূম ৪১)। আল্লাহ উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, জলে ও স্থলে যে সমস্ত বিপর্যয় সৃষ্টি হয় সবই মানুষের কর্মের ফল। আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সৎ পথে ফিরে আসে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু মোটা বুদ্ধির লোক রয়েছে যারা বলে 'ভূমিকম্পের দূর্যোগ

www.ahlehadeethbd.org

মোকাবিলা করতে হবে'। এটি শিরকী কথা। তারা এ কথার মাধ্যমে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারছে। অথচ তাদের উচিৎ ছিল শিক্ষা গ্রহণ করা।

আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার কিছু উম্মাত মদ্‌পান করবে কিন্তু নাম দিবে ভিন্ন, তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সম্মান করা হবে। আল্লাহ তাদেরকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটিতে ধসিয়ে দিবেন। আর তাদেরকে বানর ও শুকরে পরিণত করবেন (বুখারী, ইবনু মাজাহ হা/৪০২০)। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যখন আমার উম্মাত নেশাদার দ্রব্য, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর তিনটি আযাব চাপিয়ে দেয়া হবে। তার মধ্যে প্রথমটিই হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধস হয়।

তাই আমাদের উচিৎ গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র, নেশাদার দ্রব্য, যেনা ও শরিয়ত বিরোধী সমস্ত খারাপ কর্ম হতে বিরত থাকা। ও এ সমস্ত গজব হতে শিক্ষা গ্রহণ করা ও আযাবের পূর্বে, পরে ও ভূমিকম্পের সময় বেশি বেশি তাওবা-ইস্তেগফার করা ও দান-সাদকা করা। অত:পর ভূমিকম্পের পূর্বে, পরে ও ভূমিকম্পের সময় আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ও আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। নিম্নে ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে দেয়া হল:

ভূমিকম্পের আগে করণীয় :

১. বাড়ি বা কর্মক্ষেত্রের ভেতরে ও বাইরে নিরাপদ স্থানগুলো চিহ্নিত করুন যেন ভূমিকম্পের সময় ভাবতে না হয় কোথায় আশ্রয় নেবেন। সে স্থানের আশপাশে যেন উঁচু কোনো ফার্নিচার বা গায়ে পড়ার মতো জিনিস না থাকে। ২. ড্রপ, কাভার ও হোল্ড অন অনুশীলন করুন। অর্থাৎ (কম্পন শুরু হলে মেঝেতে বসে পড়ুন, কোনো শক্ত টেবিল, ডেস্ক বা নিচে জায়গা আছে এমন দৃঢ় আসবাবের নিচে আশ্রয় নিন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকুন। ৩. অন্ধকারে দেখার জন্য টর্চ রাখুন বাড়ির প্রতিটি বিছানায় ও হাতের কাছে। এ ছাড়া রাখতে হবে মজবুত জুতাও। ৪. থাকার বাড়িটি যথেষ্ট মজবুত কি না জেনে নিন। নিরাপদ না হলে অন্য নিরাপদ বাড়িতে উঠুন। নতুন বাড়ি তৈরির সময় তা যেন ভূমিকম্প সহনীয়ভাবে তৈরি করা হয় সেদিকে লক্ষ রাখুন। ৫. ভূমিকম্পে গড়িয়ে পড়ার মতো আলগা জিনিস সব সময় বন্ধ শেলফে রাখা উচিত। শেলফগুলো ভালোভাবে দেয়ালের সঙ্গে আটকে রাখুন যেন এগুলো পড়ে না যায়। ভারী মালপত্র শেলফের নিচের দিকে রাখুন। ঝাঁকুনিতে যেন এগুলো গায়ের ওপর না পড়ে। ৬. দেয়ালে ঝোলানো বিভিন্ন জিনিস বিছানা থেকে দূরে রাখুন। ৭. গ্যাস ও বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি নিরাপদ রাখুন। লিক হওয়া গ্যাসলাইন, বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত করে নিন এবং নিয়মিত পরীক্ষা করুন। এগুলোর চাবি কোথায় আছে এবং কিভাবে বন্ধ করতে হয়, শিখে নিন। ৮. মাঝে মাঝে ভূমিকম্প ও জরুরি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হওয়ার মহড়া দিন, যাতে সবাই আয়ত্ত করতে পারে। ৯. শুকনো খাবার ও জরুরি

www.ahlehadeethbd.org

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম হাতের কাছে রাখুন।

ভূমিকম্পের সময় বাড়ির ভেতর থাকলে : ড্রপ, কাভার ও হোল্ড অন পদ্ধতিতে মেঝেতে বসে পড়ুন, কোনো মজবুত আসবাবের নিচে আশ্রয় নিন এবং কিছুক্ষণ বসে থাকুন। হেলমেট পরে বা হাত দিয়ে ঢেকে মাথাকে আঘাত থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করুন। ২. বিছানায় থাকলে মাথা বাঁচাতে বালিশ ব্যবহার করুন। ঘরের ভেতরের দিকের দেয়ালের কাছে বসে আশ্রয় নিতে পারেন। ৩. বাড়ির বাইরের দিকের দেয়াল বা কাচের জানালা বিপজ্জনক। এগুলো থেকে দূরে থাকুন। ৪. বহুতল ভবনের ওপরের দিকে অবস্থান করলে ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত ঘরের ভেতরে থাকাই ভালো। ৫. ভূকম্পন থেমে গেলে বের হয়ে আসুন। ৬. নিচে নামতে চাইলে কোনোভাবেই লিফট ব্যবহার করবেন না। সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নামুন।

বাড়ির বাইরে থাকলে : খোলা জায়গা খুঁজে আশ্রয় নিন। বহুতল ভবনের প্রান্তভাগের নিচে বা পাহাড়-পর্বতের নিচে কোনোভাবেই দাঁড়াবেন না। ওপর থেকে খণ্ড পড়ে আহত হতে পারেন। ২. লাইটপোস্ট, বিল্ডিং, ভারী গাছ অথবা বৈদ্যুতিক তার ও পোলের নিচে দাঁড়াবেন না। ৩. রাস্তায় ছোটাছুটি করবেন না। মাথার ওপর কাচের টুকরো, ল্যাম্পপোস্ট অথবা বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ৪. চলমান গাড়িতে থাকলে গাড়ি থামিয়ে খোলা জায়গায় পার্ক করে গাড়ির ভেতরেই আশ্রয় নিন। ৫. কখনোই ব্রিজ, ফ্লাইওভারে থামবেন না। বহুতল ভবন কিংবা বিপজ্জনক স্থাপনা থেকে দূরে গাড়ি থামান।

ভূমিকম্পের পরে : ১. ভূমিকম্প শেষ হলেও আরো কম্পনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। প্রায়ই পরপর কয়েকবার কম্পন হয়। ২. কম্পন থেমে গেলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, তারপর বের হোন। ওপর থেকে ঝুলন্ত জিনিসপত্র কিছুক্ষণ পরও পড়তে পারে। ৩. নিজে আহত কি না পরীক্ষা করুন, অন্যকে সাহায্য করুন। বাড়িঘরের ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করুন। নিরাপদ না হলে সবাইকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে যান। ৪. গ্যাসের সামান্যতম গন্ধ পেলে জানালা খুলে বের হয়ে যান এবং দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করুন। ৫. কোথাও বৈদ্যুতিক স্পার্ক চোখে পড়লে মেইন সুইচ বা ফিউজ বন্ধ করে দিন। ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিং থেকে সাবধান থাকুন। অগ্নিকাণ্ড হতে পারে। ৬. উদ্ধারকাজের জন্য নামতে হলে হেলমেট, হাতমোজা, জুতা, ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা শার্ট এবং পর্যাপ্ত সরঞ্জামসহ নামুন যেন আপনাকে কোনো আঘাত না লাগে। ৭. ব্যাটারিচালিত রেডিও রাখুন যেন প্রয়োজনীয় খবর শোনা যায়। ৮. আগুন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখুন। ফায়ার সার্ভিসের ফোন নম্বর রাখুন।

ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়লে : আগুন জ্বালাবেন না। বাড়িতে গ্যাসের লাইন লিক থাকলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ২. ধুলাবালির মধ্যে পড়লে কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নিন। ৩. ধীরে নড়াচড়া করুন। বাঁচার গরমে সুস্থ থাকার উপায় আশা ত্যাগ করবেন না। উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকুন।

www.ahlehadeethbd.org

দেশ পরিচিতি

নেপাল

রাষ্ট্রীয় নাম : ফেডারেল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব নেপাল।
রাজধানী : কাঠমান্ডু
আয়তন : ১,৪৭,১৮১ বর্গ কিলোমিটার।
লোকসংখ্যা : ৩ কোটি ৫ লক্ষ।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : - ১.৭%
ভাষা : নেপালি।
মুদ্রা : রুপি।
স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৫৮% (ইউনেস্কো রিপোর্ট ২০১১)।
মুসলিম হার : ৪%।
মাথাপিছু আয় : ১১৬০ মার্কিন ডলার।
গড় আয়ু : ৬৮.৮ বছর।
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ : ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫।

যেলা পরিচিতি

মেহেরপুর

প্রতিষ্ঠা : ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪।
আয়তন : ৭১৬ বর্গ কিলোমিটার।
স্বাক্ষরতার হার : ৩৭.৭৯%
উপযেলা : ৩ টি। মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর।
ইউনিয়ন : ১৮ টি
গ্রাম : ২৮৪ টি।
উল্লেখযোগ্য নদ-নদী : ভৈরব, ইছামতি ইত্যাদি।
ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান : মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বৈদ্যনাথতলা ও মেহেরপুর সদরেরও কিছু দর্শনীয় স্থান।

সংগঠন পরিক্রমা

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১৫ এপ্রিল, বুধবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি মারকায এলাকার উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতার **'পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫'** সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক মুনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রা:) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সোনামণি পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মারকাযের হিফয বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন ম'কবুল ও ইসলামী জাগরণী পেশ করে ম'রকাযের হিফয বিভাগের ছাত্র আব্দুল হাসীব। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মারকায এলাকার সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন মারকাযের হিফয বিভাগের শিক্ষক তোফাজ্জল হোসাইন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের শিক্ষক তানযীলুর রহমান, লতীফুল ইসলাম সহ সোনামণি মারকায এলাকার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন হাসনাহেনা শাখার পরিচালক শহীদুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে উক্ত কুইজপত্রে সোনামণি গঠণতন্ত্র, জ্ঞানকোষ-১ ও সোনামণি প্রতিভার ১০ম সংখ্যা, থেকে মোট ৩০ টি প্রশ্ন ছিল ৬০ নম্বরের। সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতাদের

মধ্য হতে লটারির মাধ্যমে তিন জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। যথাক্রমে:

প্রথম স্থান : নামজুল ইসলাম, ৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া মারকায মাদরাসা।

দ্বিতীয় স্থান : মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, ৭ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মারকায মাদরাসা।

তৃতীয় স্থান : মুসাম্মাৎ সুমি, ৫ম শ্রেণী, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা।

এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং কুইজে অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিঃদ্রঃ উক্ত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ২৯৯ জন প্রতিযোগী যাদের মধ্য হতে সঠিক উত্তরদাতা ছিল ১৮৯ জন। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, ডাংগিপাড়া মিছবাহুল উলুম ইবতেদায়ী মাদরাসা, হামিদপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় সহ আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

সোনামণি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ১৪ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টা হ'তে বেলা ১-টা পর্যন্ত 'সোনামণি' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত **'সোনামণি যেলা সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫'** অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মর্তুযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর সাবেক পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, 'সোনামণি'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ শামীম আহমাদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক, মুহাম্মাদ মুনীরুল, সহ-পরিচালক সাখাওয়াত হোসাইন, রজনীগন্ধা শাখার পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সহ-পরিচালক-১ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সহ-পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন এরশাদ আলী, হাসনাহেনা শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, হাসনাহেনা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। এবার সোনামণি সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা **'সোনামণি যেলা স্মরণিকা'** প্রকাশ করে, যা উক্ত যেলার 'সোনামণি' সংগঠনের দিশারীর ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া উক্ত সম্মেলনের দু'মাস আগে ৫০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের নামের তালিকা নিম্নরূপ : **প্রথম স্থান**-মারযিয়া বিনতে রেযাউল করীম, **দ্বিতীয় স্থান**-তানযীলা বিনতে টিক্কা কাযী ও **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে সুমী বিনতে বেলাল কাযী। তাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও দুইজনকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিতি ও সভাপতি মহোদয়। উক্ত সম্মেলন বড়কুড়ার মৃত হারিছ প্রামাণিকের বাড়ীর উন্মুক্ত স্থানে সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায এলাকার হাসনাহেনা শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রাথমিক চিকিৎসা

গরমে সুস্থ থাকার উপায়

সংগ্রহে : সাখাওয়াত হোসাইন
সহ-পরিচালক, মারকায এলাকা।

দুঃসহ গরমে যেকোনো মুহূর্তে যে কেউ পড়তে পারেন অসুস্থতায়। আবহাওয়ার তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে মানবদেহের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। তাই এসময়ে কেউ যদি নিজের দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন তাহলেই সম্ভব অসুস্থতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

১. কমিয়ে আনুন শারীরিক পরিশ্রম : গরমে বেশি ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই। ব্যায়ামে বাড়বে শরীরের তাপমাত্রা। তবে শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখতে যেটুকু ব্যায়াম করবেন তা যেন সীমিত থাকে। ব্যায়ামের মাধ্যমে ঘেমে গিয়ে একাকার হয়ে ওঠার কথা ভুলে যান; বরং এ চিন্তাটা তুলে রাখুন শীতকালের জন্য। এই সময়ে খুব ভোরে হেঁটে আসুন খোলা বাতাসে কিংবা সাঁতার কাটুন কিছুক্ষণ। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।

২. পানি পান করুন পেটপুরে : দুঃসহ গরমে ঘামের সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় প্রচুর পরিমাণে পানি। সেই পানি পূরণ করতে আপনাকে অনেক বেশি পানি পান করতে হবে। এ ছাড়া স্বাভাবিকভাবেই গরমে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। শরীরের কোষগুলোকে সজীব রাখতে হলে চাই পানি। শরীরে পানির অভাব হলে মাংসপেশী ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। তাই দুঃসহ গরমে যেখানেই থাকুন না কেন সাথে রাখুন প্লাস্টিকের বোতলভর্তি পানি।

৩. তরল খাবার বেশি খান : বিভিন্ন মাংস, ডিম ও চর্বি জাতীয় খাবারের কথা ভুলে যান। তরল খান বেশি করে; দেখবেন শরীর সতেজ লাগছে বেশ। স্যুপ, ফলের রস খান। সবজি বাদ দেবেন না। শরীর থেকে ঘামের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে লবণ। আপনি খাবার স্যালাইন খান। ডাবের পানি, তরমুজে ভরিয়ে ফেলুন পাকস্থলী।

৪. পোশাক পরুন হালকা রঙের : গাঢ় রঙের পোশাক রোদ শোষণ করে বলে গরম অনভূত হয় বেশী। কিন্তু হালকা রঙের পোশাক রোদ যতটুকু না শোষণ করে তার চেয়ে প্রতিফলিত করে। তাই হালকা রঙের পোশাকে আপনি কেবল স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করবেন না, বরং এই পোশাক আপনার শরীরকে ঠাণ্ডা রাখবে। সবচেয়ে ভালো হয় সাদা রঙের পোশাক হলে। গরমে সিনথেটিক পোশাক কখনোই পরবেন না। সব সময় সুতি ও ঢিলা পোশাক পরুন।

৬. বিরত থাকুন ধূমপান থেকে : আগে সিগারেটের অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করুন সেটা। ধূমপানে শরীর আরো গরম হয়ে উঠবে। বাড়বে ত্বকের শুষ্কতা। বরং তার বদলে খান একটি করে ভিটামিন সি ট্যাবলেট। সজীব লাগবে নিজেকে।

৭. পরিত্যাগ করুন চা, কফি ও অ্যালকোহল : এগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে আপনার শরীরে। বাড়িয়ে দেবে পানিশূন্যতা। আপনার তৃষ্ণা মেটাতে স্রেফ পানি পান করুন। চা, কফি বা অ্যালকোহল একেবারেই নয়।

৯. গোসল করুন একাধিক বার : সবচেয়ে ভালো হয় যদি ঠাণ্ডা বাথটাবে চুপচাপ শুয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে ছুড়তে থাকেন হাত-পা। তা সম্ভব না হলে দিনে দু'তিনবার গোসল করুন। শরীরে তেলজাতীয় কিছু মাখবেন না। সময় একটু বেশি নিয়ে গোসল করুন।

১০. শুয়ে পড়ুন মেঝের ওপর : ফোমের বিছানা কিংবা জাজিম, তোশক গুটিয়ে রাখুন। ভালো করে ধুয়ে মুছে সটান করে শুয়ে পড়ুন মেঝের ওপর। আপনার কোমরে কিংবা পিঠে ব্যথা থাকলে তো সোনায় সোহাগা। গরম তাড়ানোর পাশাপাশি ব্যথার চিকিৎসাও হয়ে গেল। মেঝের শীতল অনুভূতি শীতল করে তুলবে আপনার শরীরকে। চমৎকার ঘুম হবে আপনার। মাথার ওপর অবিরাম ছেড়ে রাখুন ফ্যান। দেখবেন গরম কোথায় পালায়!

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা শিক্ষা

এসো ইংরেজী শিখি

Mother: Today is holiday.
(মাদার : টুডে ইজ হলিডে)
মা : আজ ছুটির দিন।

Father: Today is the working day.
(ফাদার : টুডে ইজ দা ওয়ার্কিং ডে)
বাবা : আজ কাজের দিন।

Father: What will you do, Afeef?
(ফাদার : হোয়াট উইল ইউ ডু, আফীফ?)
বাবা: তুমি কী করবে, আফীফ?

Afeef: I'll sweep the drawing room.
(আফীফ : আই উইল সুইপ দা ড্রইং রুম)
আফীফ : আমি অভ্যর্থনা কক্ষ ঝাড়ু দেব।

Mother: What will you do, Fatema?
(মাদার : হোয়াট উইল ইউ ডু, ফাতেমা?)
মা: ফাতেমা, তুমি কী করবে?

Fatema: I'll sweep the bedroom.
(ফাতেমা : আই উইল সুইপ দা বেডরুম)
ফাতেমা : আমি শয়নকক্ষ ঝাড়ু দেব।

Mother: What will you do, Ahmad?
(মাদার : হোয়াট উইল ইউ ডু, আহমাদ?)
মা: তুমি কী করবে, আহমাদ?

Ahmad: I'll wash the clothes.
(আহমাদ : আই উইল ওয়াশ দা ক্লোথস)
আহমাদ : আমি কাপড়-চোপড় কাচব।

Mother: What will you do, Lateefa?
(মাদার : হোয়াট উইল ইউ ডু, লতিফা?)
মা : লতীফা, তুমি কী করবে?

Lateefa: I'll iron the clothes.
(লতীফা : আই উইল আয়রণ দা ক্লোথস)
লতীফা : আমি কাপড়-চোপড় ইস্ত্রি করব।

কুইজ! কুইজ!! কুইজ!!!

প্র: আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা কয়টি ও দলীল কি? উল্লেখ কর।
উ: ....

প্র: কয়টি উটের কমে যাকাত নেই?
উ: ....

প্র: মুনাফিকের স্থান কোথায়?
উ: ....

প্র: কী করলে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়?
উ: ....

প্র: কোন মাছের গায়ে লবন দিলে মারা যায়?
উ: ....

প্রশ্ন : চিলিতে কত সালে ভূমিকম্প হয়?
উ: ....

প্র: নেপালের আয়তন কত?
উ: ....

প্র: কারা সমকামীতায় লিপ্ত হয়েছিল?
উ: ....

প্র: নিচের উঁচু টাওয়ারটির নাম কী?

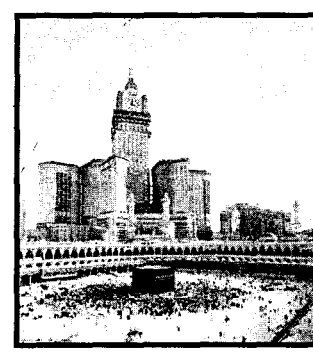

উত্তর: ....
....

www.ahlehadeethbd.org

● প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এই অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।
● কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০ জুন ২০১৫।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. উত্তম ২. মাটি ৩. আল্লাহ্র ৪.ক্বিয়ামতের ৫. গর্বভরে ৬.টাইট করে ৭. বস্তা ৮. এক সপ্তাহ ৯. রংপুর যেলা ১০. মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ১১. ১৬ ডিসেম্বর ১৭৬৯ ১২. ৮২টি ১৩. জাকার্তা ১৪. (ক) আমচত্বর (খ) যমুনা সেতু

গত সংখ্যার কুইজের বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান: রেযওয়ান কবীর
৫ম শ্রেণী, নওদাপাড়া, মাদরাসা, রাজশাহী ।

২য় স্থান: মোছাঃ মেঘলা খাতুন
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান: আবু যায়েদ
এনায়েত পুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং :
০১৯৬০-৪৯৫৫৪১, ০১৭৮০-৫৬৭২৬৬

নাম:.....

ঠিকানা:.....

.....

এসো আরবী শিখি

صَدِيْقٌ: هَلْ تَتْلُوْ الْقُرْآنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ؟
(ছাদীক্ব : হাল তাতলুল কুরআনা বা'দা ছলাতিল ফাজরে)
ছাদীক্ব: তুমি কি ফজর ছালাতের পরে কুরআন তেলাওয়াত কর?

أَمِيْنٌ: نَعَمْ، أَتْلُوْ الْقُرْآنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ.
(আমীন : না'আম, আতলুল কুরআনা বা'দা ছলাতিল ফাজরে)
আমীন: হ্যাঁ, আমি ফজর ছালাতের পরে কুরআন তেলাওয়াত করি।

صَدِيْقٌ: هَلْ تَأْخُذُ الْقَيْلُوْلَةَ بَعْدَ الْغَدَاءِ؟
(ছাদীক্ব : হাল তা'খুজুল কায়লুলাতা বা'দাল গাদায়ে?)
ছাদীক্ব: তুমি কি দুপুরের খাবারের পর ঘুমাও?

أَمِيْنٌ: نَعَمْ، أَخُذُ الْقَيْلُوْلَةَ بَعْدَ الْغَدَاءِ.
(আমীন : নাআম, আখুযুল কায়লুলাতা বা'দাল গাদায়ে)
আমীন: হ্যাঁ, আমি দুপুরের খাবারের পর ঘুমাই।

صَدِيْقٌ: هَلْ تَتْلُوْ الْقُرْآنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ؟
(ছাদীক্ব : হাল তাতলুল কুরআনা বা'দা ছলাতিল আছরে?)
ছাদীক্ব: তুমি কি আছর ছালাতের পরে কুরআন তেলাওয়াত কর?

أَمِيْنٌ: نَعَمْ، أَتْلُوْ الْقُرْآنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَيْضًا.
(আমীন : না'আম, আতলুল কুরআনা বা'দা ছলাতিল আছরে আয়যান)
আমীন: হ্যাঁ, আমি আছর ছালাতের পরেও কুরআন তেলাওয়াত করি।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি প্রতিভা
১১ তম সংখ্যা, মে-জুন ২০১৫, মূল্য : ১০/-

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন

ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫

তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর, রোজ শুক্রবার

স্থান : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

সোনামণি

একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবা : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

www.ahlehadeethbd.org